দ্বিতীয়বর্ণ (ক্ষত্রিয়)

বা

(ঝাল-মাল তত্ত্ব)।

(প্রথমভাগ)।

লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ম্মণঃ

ছত্রপুর, ময়মনসিংহ।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীদীননাথ মল্লবর্ম্মণঃ

আচারগ্রাম—পোঃ নান্দাইল,

ময়মনসিংহ।

১৩২১। কার্ত্তিক।

মূল্য ॥৶০ দশআনা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

আমার বাল্যে—যিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই পরমারাধ্য স্বর্গীয় ধনঞ্জয় আচার্য্য গুরু মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অর্পিত হইল।

সেবক—
মহেন্দ্র

বিজ্ঞাপন।

জগতের জনমণ্ডলী বহুবিধ উপাধি, আচার, ব্যবহার ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব বর্ণোক্ত বিধি-বিধান বিশেষে বিশেষিত হইয়াও বর্ত্তমানে অবর্ণ বর্ণসঙ্করের অবিবর্ত্তিত; তদ্ধেতু আসলে নকল—নকলে আসল। ভারত-ভূমণ্ডলের নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মানব সমাজের—বেদ, সংহিতা, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র ও ইতিহাসাদিতে উৎপত্তি, বৃত্তি ও আচার ব্যবহারের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে—কিন্তু কোন শ্রেণীরই (বর্ণের) সঠিক আমূলবৃত্তান্ত কোন গ্রন্থে একত্রাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না, তাই অনেকেই শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া স্ববর্ণ-তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ববর্ণ সংরক্ষিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবং যাঁহাদের অভাব ছিল ইদানীং তাঁহারাও যে, সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। নতুবা বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া সঠিক জাতীয় তত্ত্ব অবগত হওয়া সকলের পক্ষেই দুর্ঘট; তন্মধ্যে আবার বহুগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রমাণেরও অভাব বিরল নহে। এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রমাণের দোহাইয়ে ও অজানিত শাস্ত্র জনগণের বাক্য চতুরতায় এবং রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবে বহুসম্প্রদায় অপ্রমাণীয় উচ্চ ও নীচ—যে সকল সম্প্রদায়ের একত্রাবদ্ধ স্ববর্ণোক্ত গ্রন্থের অভাব—তদ্ধেতু এইক্ষেত্রে দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) সম্প্রদায়েরও সর্ব্বতোভাবে একত্রাবদ্ধ এমন কোন জাতীয় তত্ত্ব পুস্তক নাই যে, তাহা পাঠ করিয়া ঝাল-মালগণ সম্বন্ধে যাহা জানিবার, তাহাই পাওয়া যায়। এই ঝাল-মালগণ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উৎপত্তি

বৃত্তান্ত, কোন গ্রন্থে বৃত্তি, কোন গ্রন্থে সামাজিক তত্ত্ব, কোন গ্রন্থে ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কোন গ্রন্থে গোত্র, প্রবর ইত্যাদি পৃথক পৃথক উল্লেখ থাকায়ই শাস্ত্রানভিজ্ঞ প্রায়লোকেই আমূলবৃত্তান্ত অবগত হইতে না—পারিয়া এই দ্বিতীয়বর্ণ সবর্ণাগর্ভজ ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব "ঝাল-মাল" গণকে নীচ বা বর্ণসঙ্কর হেয় জাতি মনে করে। সেই জন্য শাস্ত্রানভিজ্ঞ জন সাধারণের অবগতির জন্য ও স্বজাতি মহাশয়-গণের সুবিধার্থে, শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া অপ্রক্ষিপ্ত প্রমাণাদি সহ "দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়) বা ঝাল-মাল তত্ত্ব" নামে এই প্রথমভাগ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইল। এই প্রথমভাগে বৈদিক কাল হইতে শাস্ত্রানুযায়ী প্রমাণ সহ ঝাল-মালগণ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার আবশ্যক, সে সমুদয় অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং যে সকল গ্রন্থাদি দৃষ্টে ইহা রচিত - সেই সকল গ্রন্থাদির নামও যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। আর সত্যের অনুরোধে ইহাতে অনেকস্থলে অনেক কথা বলা হইয়াছে, তাহা যেন কেহ ঈর্ষা মূলক মনে না করেন—কারণ, বিজ্ঞজনমণ্ডলী সকলেই ইহা জানেন যে, সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহা ঈর্ষাপ্রণোদিত নহে। মাদৃশ জনের ক্ষুদ্র লেখনীতে যে, ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে না তাহা অসম্ভব--তবে, যে স্থলে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে, কৃপাবশে জানাইলে কৃতজ্ঞতাপাশে বাধ্য থাকিব ও বারান্তরে সংশোধনে যত্ন করিব——সুধীজন সমীপে ইহাই প্রার্থনা।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, স্বজাতি হিতৈষী বগুরার খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস (ঝল্লবর্ম্মণঃ) ও খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অনন্তচন্দ্র দাস (ঝল্লবর্ম্মণঃ) এবং সোনাতলা

নিবাসী সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ হালদার বর্ম্মণঃ, আচারগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ মল্লবর্ম্মণঃ তালুকদার, পাথারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র মল্লবর্ম্মণঃ তালুকদার, বালীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চূড়ামোহন মল্লবর্ম্মণঃ তালুকদার, চন্নাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মল্লবর্ম্মণঃ তালুকদার, পাটুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার মল্লবর্ম্মণঃ ও অন্যান্য স্বজাতি বৎসল মহোদয়গণ এই পুস্তক প্রকাশের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন—এনিমিত্ত তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, সমাজে সেই উদ্দেশ্যের কিঞ্চিন্মাত্র ফললাভ হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান ও জীবন সার্থক বোধ করিব। আর ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ (যাহাতে সমুদয় ঐতিহাসিক তত্ব, গোত্র, প্রবর, মেল, সমাজ, পরগণা, গোষ্ঠী, আদিস্থান, আদিস্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিবার কারণ ও সময় নিরূপণ ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে পূর্ণ থাকিবে) প্রকাশে আশা রহিল। নিবেদনমিতিঃ।

ছত্রপুর, ময়মনসিংহ।	নিবেদক
সন ১৩২১ সাল, কার্ত্তিক।	গ্রন্থকার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ম্মণঃ

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। প্রথম প্রসঙ্গ—

জাতি বা বর্ণ—একই মানবমণ্ডল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত হইবার বিবরণ ইত্যাদি। ১—২৭

২। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—

মূলবর্ণ ও বর্ণসঙ্কর—সংহিতার নাম ও সংহিতা প্রণেতা মহর্ষিগণের নাম, ঝাল-মালগণের জন্ম বৃত্তান্ত, সাংহিতিককালের অন্ন প্রচলন ও বিবাহবিধি, বর্ণ এবং জাতি শব্দের অর্থ, ঝাল-মাল শব্দের ব্যুৎপত্তি, উপবীতের সময় ও শ্রেণী বিভাগ, বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থ ইত্যাদি। ২৭—৪১

৩। তৃতীয় প্রসঙ্গ—

ঝাল-মালগণ বর্ণসঙ্কর নহে—জাতিমালা, জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর, বঙ্গানুবাদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বল্লালচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়, মূলসংস্কৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জাতিমালা, ঐতিহাসিক চিত্র নামক মাসিক সংবাদ পত্রে ঝাল-মালগণ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণেরযুক্তি ও মত ইত্যাদি। ৪২—৬৪

৪। চতুর্থ প্রসঙ্গ—

ব্রাত্য নিন্দনীয় নহে—ব্রাত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্রাত্যের দৈবকার্য্যে অধিকার, ব্রাত্যের সংস্কার (উপনয়ন) বিধি, ব্রাত্য-মহিমা-বিবরণ ইত্যাদি। ৬৫—৭৯

৫। পঞ্চম প্রসঙ্গ—

বর্ণ বৃত্তি ও উপাধি—জাতি নির্ণয় বিধি, ব্যবসায় জাতি নষ্ট হয় না, কৃষি ব্যবসায় ও মৎস্যের ব্যবসায়, মৎস্যের ব্যবসায়ে পণ্ডিতগণের যুক্তি ও মত ইত্যাদি। ৪৯—১১০

দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়)

বা

ঝাল-মাল তত্ত্ব।

———0———

প্রথম ভাগ।

——0——

প্রথম প্রসঙ্গ।

——•——

জাতি বা বর্ণ।

জাতি বা বর্ণ কি? এই কথার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, সংহিতা, তন্ত্র, গীতা, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, আচার, ব্যবহার, লোকপ্রবাদ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।—হিন্দু ধর্ম্মের মূলভিত্তি ও ভারতের একমাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থই "বেদ"। কেহ কেহ বলেন, এই বেদ মনুষ্যের রচিত নহে। ইহা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। আবার কেহ

কেহ বলেন, এই বেদ অতি পুরাতন যুগের ঋষি, জ্ঞানী বা আর্য্য কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত। এবং বেদ আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ঋষিগণ ব্যতিতও মুনিপত্নিগণ, রাজপত্নিগণ এবং কৃষক পত্নী কর্ত্তৃকও বহু ঋক্‌রচিত হইয়াছে, যথা—

ভাবয়ব্য রাজার মহিষী স্বনয়-জননী রোমশা ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্ রচনা করেন।

অগস্ত্য মুনি পত্নী, বিদর্ভ রাজকন্যা লোপামুদ্রা ঋগ্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের ১ম ও ২য় ঋক্ রচনা করিয়াছেন।

ইন্দ্র-মাতা অদিতি ঋগ্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম ঋক্ রচনা করিয়াছেন।

যমী নাম্নী প্রসিদ্ধা রমণী কর্ত্তৃক ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তের ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম এবং ১১শ ঋক্‌গুলি ও ১৫৪ সূক্তের ৫টী ঋক্ রচিত।

অপ্সরা কন্যা উর্ব্বসী ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে সাতটী ঋকে উর্ব্বসী ও পুরুরবার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

অত্রিমুনির গোত্রেজাতা বিশ্ববারা ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৮শ সূক্তের ছয়টী ঋক্ রচনা করিয়াছেন।

অত্রিবংশীয়া অপালা ঋগ্‌বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের সাতটী ঋক্ রচনা করেন।

ইন্দ্র মাতৃগণ (দেবজাময়ঃ) ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তে পাঁচটী ঋক্ রচনা করেন।

অম্ভৃনঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী রমণী ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮ ঋক্ রচনা করেন। এই অষ্ট মন্ত্র দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে, আধুনীক চণ্ডীর পরিবর্ত্তে এই দেবীসূক্ত পাঠের প্রথা প্রচলিত ছিল (১)। অনাবশ্যক বোধে ঋষিদের নাম উল্লেখ করা হইল না, প্রায় সমগ্র বেদই ঋষি প্রণীত। বেদ চারি ভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ। এই চারিখানা বেদের মধ্যে ঋগ্‌বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, এই ঋগ্‌বেদ হইতেই উক্ত বেদত্রয় অর্থাৎ ঋগ্বেদেরই কতক কতক বাক্য বা মন্ত্র ও নিয়ম লইয়া বহুদিন পরে যজুর্বেদ, সামবেদ, এবং ইহারও অনেক কাল পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয়। তবে, মোটের উপর যে সময়ে ও যাহা দ্বারাই উক্ত বেদ চতুষ্টয় রচিত হউক না কেন, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতি বা বর্ণ।" এখন দেখিতে হইবে, হিন্দু ধর্ম্মের মূলভিত্তি ও ভারতের

(১) সঞ্জীবনী।

প্রাচীনতম গ্রন্থ উক্ত বেদে এতদ্ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আছে কি না,—তবে বেদ-আলোচনায় ইহা পাওয়া যায় যে,

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূকা ঊরূপাদা উচ্যেতে ॥
(ঋগ্বেদ ১০ম, ৯০সূ, ১১ ঋক্)

অর্থাৎ—যাহাকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ কি , অর্থাৎ কিসের দ্বারা নির্ম্মিত ?" এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরেই বলিয়াছেন যে,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥
(ঋগ্বেদ ১০ম, ৯০সূ, ১২ ঋক্)

অর্থাৎ—মানব মণ্ডলীকে একটী বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে সেই বিরাট পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়কে সেই বিরাট পুরুষের বাহু, বৈশ্যকে সেই বিরাট পুরুষের ঊরু এবং শূদ্রকে সেই বিরাট পুরুষের পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এই শ্লোকের অন্য প্রকারেও অর্থ করিয়া থাকেন—যথা, "বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" বর্ত্তমানে অনেকেই এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। এই ব্যাখ্যা যে, প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে—পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা অর্থাৎ

"মানব মণ্ডলীকে বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই বিরাট পুরুষের মুখ—" ইত্যাদি ব্যাখ্যাই যে ধ্রুব সত্য, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণানুসারেই বুঝিতে পারা-যায়—সুবিখ্যাত হিন্দু পত্রিকায়ও উক্ত ঋক্ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—যথা,

"পদপাঠঃ—ব্রাহ্মণঃ। অস্য। মুখং। আসীৎ। বাহূ।
রাজন্যঃ। কৃতঃ। উরূ। তৎ। অস্য।
যৎ। বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং। শূদ্রঃ। অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদি গুণ সম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তি।

(২) অস্য—বিরাট পুরুষের

(৩) মুখং—মুখ।

(৪) আসীৎ—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল।

(৫) বাহূ—বাহূদ্বয়।

(৬) রাজন্যঃ—যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজঃগুণ প্রধান মানব।

(৭) কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল।

(৮) উরূ—উরূদ্বয়।

(৯) তৎ—তাহা, সেই।

(১০) অস্য—ইহার অর্থাৎ পুরুষের।

(১১) যৎ—যাহার।

(১২) বৈশ্যঃ—কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত তম-রজগুণ প্রধান ব্যক্তি।

(১৩) পদ্ভ্যাং—পদদ্বয় হইতে।

(১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান ব্যক্তি।

(১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ অস্য পুরুষস্য মুখমাসীৎ।
রাজন্যঃ অস্য পুরুষস্য বাহুরূতঃ কল্পিতঃ।
যদ্বৈশ্যঃ তদস্য পুরুষস্য ঊরূ কল্পিতঃ।
শূদ্র পদ্ভ্যোং অজায়ত।
শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহু স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল বৈশ্যকে ঊরূ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল" (২)।

সংহিতা শ্রেষ্ঠ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে—

তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপামিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥
(১ম অঃ ১৬ শ্লোক)

(২) জাতিবিকাশ।

অসীম কার্য্য নির্ম্মাণে সমর্থ অহঙ্কার ও তন্মাত্র পদ-বাচ্য পঞ্চভূত। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় তন্মাত্রের বিকার পঞ্চমহাভূত, তাহাতে তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি সমুদয় ভূতের স্থষ্টি করিলেন (পণ্ডিতবর ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত অনুবাদ)। আবার বলিলেন—

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

(১অঃ ৩১ শ্লোক)

"—পরমার্থতঃ স্তুতিরেষাবর্ণানামুৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শনার্থম্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রজাপতিঃ শ্রেষ্ঠস্তস্যাপি সর্ব্বেষামঙ্গানাং মুখং ব্রাহ্মণোঽপি সর্ব্বেষাং বর্ণানাং প্রশস্ততমঃ। এতেন সামান্যেন ব্রহ্মমুখাদুৎপন্নই-ত্যুচ্যতে মুখ কর্ম্মাধ্যাপনাদ্যতি শয়াদ্বা মুখতইত্যুচ্যতে ক্ষত্রিয়স্যাপি বাহুকর্ম্ম যুদ্ধং বৈশ্যস্যাপ্যূরুকর্ম্ম পশুরূপং রক্ষতোগোভিশ্চরন্তীভি র্ভ্রমণং স্থলপথবারিপথাদিষু বাণিজ্যায়ৈ গমনম্। শূদ্রস্য পাদকর্ম্ম শুশ্রূষা।" (মেধাতিথি)।

উক্ত মেধাতিথির ভাষ্যেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমস্ত অঙ্গের শ্রেষ্ঠ যেমন মুখ, সেইমত সমস্ত বর্ণের শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে উল্লেখ করতঃ ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। যুদ্ধ প্রভৃতি শক্তি সঞ্চালনের কার্য্যই বাহুদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এই জন্যই সমাজের (মানব মণ্ডলীর) যুদ্ধ প্রভৃতির কার্য্য ক্ষত্রিয় দ্বারা সম্পন্ন

হইত বলিয়াই, ক্ষত্রিয়কে বাহু হইতে উৎপন্ন কল্পনা করিয়াছেন। পশুরক্ষা, গো-চারণ জন্য ভ্রমণ এবং বাণিজ্য-জন্য স্থলপথ ও জলপথে গমন অর্থাৎ গমনাগমন যেমন উরুর কার্য্য, সেইমত মানব সমাজেরও কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য, তদ্ধেতু বৈশ্যকে উরু হইতে উদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আর "শূদ্রস্য পাদ কর্ম্ম শুশ্রূষা।" শূদ্রের উক্ত তিন শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর দাস্যতা কর্ম্ম, এইজন্যই শূদ্রকে পাদোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এবং উক্ত শ্লোকের টীকায় মহামতি কুল্লূকভট্টও লিখিয়াছেন"—তথা চ শ্রুতিঃ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি।"

শুক্ল যজুর্ব্বেদের দিকে দৃষ্টি করিলেও ঋগ্বেদের উক্ত ১২শ ঋক্‌টী দেখিতে পাওয়া যায় (৩১।১১ শ্লোক)। কেবল, ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদ নহে, অথর্ব্ববেদেও এই ১২শ ঋক্‌টীর একটুক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ভাব এবং অর্থ একই প্রকার। যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য ভবেৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তে॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ ছিল, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু ছিল, মধ্যং অর্থাৎ যাহা উরু বা মধ্যভাগ তাহাই

বৈশ্য শ্রেণী এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। উক্ত ঋগ্বেদোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য নির্ম্মলানন্দ ভারতী, পণ্ডিত সামাধ্যায়ী সরস্বতী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সকল মহাত্মাই "মানব সমাজকে একটী বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া—ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইল, ইঁহার উরু যুগল বৈশ্য হইল, "পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ" শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মনূক্ত ১অঃ ৩১ শ্লোকের অর্থ মতে ইহা বুঝা যায় যে—"প্রজাবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছায় প্রজাপতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ; বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের সৃজন করিলেন।" কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ইহা নহে। যদি ইহাই প্রকৃত অর্থ হইত, তবে মহামতি ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার কুল্লূকভট্ট কখনও অন্যরূপ ভাষ্য, টীকাদ্বারা অন্যরূপ অর্থ করিতেন না (৩)। এবং এই বেদ বিরোধী শ্লোকও কখন মনুতে স্থান পাইত না। আর পূর্ব্ব শ্লোকেই (মনু ১অঃ ১৬ শ্লোক) উল্লেখ আছে,"—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি

(৩) ৭।৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

সমুদয় ভূতের সৃষ্টি করিলেন" (৪)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বা বর্ণ স্ব স্ব জাতি বা বর্ণ অনুযায়ী লোক বৃদ্ধি এবং উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জন্য উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গ অর্থাৎ মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উদ্ভব বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং ইহার পরেই মনু আরও বলিয়াছেন; যথা— দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।
(১।৩২ শ্লোক)

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্‌যন্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩৩॥
অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানামসৃজৎ মহর্ষীনাদিতোদশ॥ ৩৪॥
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥ ৩৫॥
এতেমনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥ ৩৬
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্॥ ৩৭॥
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ॥ ৩৯॥

(৪) ৬।৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

অস্যার্থ।

ব্রহ্মা নিজ দেহকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারী হইলেন এবং পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল। ৩২।

সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃজন করিলেন, আমি সেই মনু ; হে দ্বিজ সত্তম! আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অবগত হও। ৩৩।

আমি বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ প্রজা সৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম। ৩৪।

উক্ত দশজন প্রজাপতি যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ। ৩৫।

এই দশ প্রজাপতি অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবতাকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবতা ও দেবতাদিগের বাসস্থান স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ও বহু সংখ্যক মহর্ষি সৃজন করিলেন। ৩৬।

এই দশ প্রজাপতি যক্ষ (তত্রবৈশ্রবণানুচরাযক্ষাঃ) রাক্ষস (রক্ষাংসি রাবণাদীনি) পিশাচ (পিশাচস্তেভ্যোঽপকৃষ্টাঃ অশুচিমরুদেশ নিবাসিনঃ) গন্ধর্ব্ব (গন্ধর্ব্বাশ্চিত্ররথাদয়ঃ) অপ্সর (অপ্সরসঃ উর্ব্বশ্যাদয়ঃ) অসুর (অসুরাদেব শত্রবো বৃত্রবিরোচন হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতয়ঃ) নাগ (নাগা বাসুকি তক্ষকাদয়ঃ,) সর্প (সর্পাস্ততোঽপ-

কৃষ্টা অলগর্দ্দাদয়ঃ, ঢোঁড়া বিলকেউটিয়া প্রভৃতয়ঃ) সুপর্ণা (গরুড়াদি পক্ষিগণ) এবং আজ্যপাদি নামক পিতৃগণকে পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্টি করিলেন। ৩৭।

এই দশ প্রজাপতি কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাপ্রকার পক্ষী, গবাদি পশু, নানাপ্রকার মৃগ, মনুষ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু এবং দুইপংক্তি দন্ত বিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু সৃষ্টি করিলেন। ৩৯।

উপরি উক্ত প্রমাণ সমূহে স্পষ্টতঃই মনু উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি যে দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি তাঁহারাই দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। এবং যে দেবতাকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবতা ও দেবতা-দিগের বাসস্থান স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ও বহু সংখ্যক মহর্ষি সৃজন করিলেন। ইহাতে কিরূপে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চারি বর্ণ (চারি জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) মনুষ্য ও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইয়াছে? মনুক্ত ১ অঃ ৩১ শ্লোকের অর্থ—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছায় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন—এইরূপ অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই—জগতের লোক বৃদ্ধি হেতু কার্য্য সুবিধা বিবেচনায় গুণ কর্ম্মানুযায়ী উচ্চ নীচ ভেদক্রমে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উদ্ভব কল্পনা করতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিভাগে বিভাগ করিলেন। এবং এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহামতি ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার কুল্লুকভট্টও যাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (৫)। যদি ঐ ব্যাখ্যা মনে করিয়া মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতায় উক্ত শ্লোক রচনা করিতেন—তবে আর তৎপশ্চাৎবর্ত্তী উপরোক্ত শ্লোকে ঐ সকল কথা স্থান পাইত না এবং উচ্চৈঃস্বরে ইহাও ঘোষণা করিতেন না যে,—

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যলাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥ ৪৩॥

পশু, মৃগ, দুইপংক্তিদন্তবিশিষ্টহিংস্রজন্তু, রাক্ষস, পিশাচ এবং মনুষ্য ইহারা সকলেই জরায়ু নামক

(৫) ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

গর্ভাবরণ চর্ম্মে প্রাদুর্ভূত হয় ও তাহা হইতে মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে,

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব। তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ তৎ শ্রেয়োরূপং অত্যসৃজতক্ষত্রং। সৈষাক্ষত্রস্য যোনিস্তু ব্রহ্ম। স নৈব ব্যভবৎ সবিশং অসৃজত। স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণ মসৃজত"

"পূর্ব্বে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি বা বর্ণ ছিল। কিন্তু একটী জাতি সব বিষয়ে সমান কার্য্যকরী নহে বলিয়া, সেই ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের সৃষ্টি হইল। ক্ষত্রিয় দ্বারাও বিবিধ কার্য্যের প্রচুর সুবিধা না হওয়ায়, তাহা হইতেই বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতেও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হওয়াতে শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন।" ইহাতেও স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—মনুষ্য মাত্রেই পূর্ব্বে একবর্ণ বা একজাতি ছিল। তৎপর কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একই মানব মণ্ডলী ক্রমে চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে— এবং মহামান্য গীতায়ও উল্লেখ আছে যে—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ—"মানব মণ্ডলার গুণ ও কর্ম্মানুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"—গীতার বাক্যেও মানব মণ্ডলী যে, পূর্ব্বে একজাতি বা একবর্ণ ছিল তাহাই প্রতীয়মান হয়।

গীতাতে মুখ, বাহু, উরু ও পাদোদ্ভব মনুষ্যের কোন উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

একএবপুরাবেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেব নারায়ণো নান্য একাগ্নির্বর্ণ এবচ॥

পূর্ব্বকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিল, নারায়ণ এক মাত্র দেবতা ছিলেন, এক অগ্নি এবং এক জাতি বা এক বর্ণ ছিল। তথাচ শুক্রনীতিঃ,—

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো নচবা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণ কর্ম্মভিঃ॥

জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল—একই মানবমণ্ডলী গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি উপাধিতে প্রভেদ মাত্র। পঞ্চম বেদ মহাভারতে উল্লেখ আছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বম্ ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

বর্ণ বা জাতির কোন ভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়; পূর্ব্বে সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণ নামে সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপর কর্ম্মানুসারে বর্ণ বিভাগ হয়। আবার উল্লেখ আছে—

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥

হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই জগতে সকলেই এক ছিলেন,

কোন জাতি বা বর্ণ ছিল না। তৎপর গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে (চারিভাগে) বিভক্ত হয়। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

ধৃষ্টকেতুস্তুতশ্চ বৈণহোত্রস্তুতশ্চ ভার্গঃ।
ভাগস্য ভার্গভূমিরতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তঃ॥

ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, ভাগের পুত্র ভার্গভূমি, এই ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উদ্ভব হয়, এবং মহাভারতীয় হরিবংশে লিখিত আছে যে,

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেহঙ্গিরসঃ পুত্রাঃজাতাবংশেহথ ভার্গবে॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

বৎস হইতে বৎসভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ইঁহারা মহর্ষি অঙ্গিরার অনন্তর বংশ্য। এই ভার্গব-কুল হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে যে—

পুত্রগৃৎসমদস্য শুনকো যশ্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যা শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্য বংশে সমদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।

গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক

সেই শৌনক হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হয়।

এই সকল শাস্ত্রালোচনায় জানা যায় যে—মনুষ্য কাহারও মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। একই মানবমণ্ডলী যে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে বহুদিন পরে চারিভাগে (বর্ণ বা শ্রেণী) বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান ও খাদ্য খাওয়া হইত তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চারিবর্ণ উদ্ভব হইয়াছে। আবার কোন কোন পুরাণে প্রজাপতির মুখ হইতে সস্ত্রীক বিপ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—যথা,

বেদঃপরিণতোভূত্বা মহাভারত তাং গতঃ।
বিষ্ণোর্মুখাৎসমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ॥
বাহুতঃ ক্ষত্রিয়াজ্জাতাঃ পৃথিবীজন পালকাঃ।
উরুতো জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাদভবামুনে॥

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্)

বেদই মহাভারত রূপে পরিণত হয়। তপস্বীজাতি

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর মুখ হইতে, পৃথিবী জন পালক ক্ষত্রিয় জাতি বিষ্ণুর বাহু হইতে, এবং বিষ্ণুর উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসাচৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ॥
পদ্ভ্যা মন্যাঃ প্রজাব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য সিদং ততঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণম্)

সত্যাভিলাষা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বঃ গুণ বিশিষ্ট প্রজা, বক্ষঃস্থল হইতে রজঃগুণ প্রধান প্রজা; উরু হইতে রজঃ ও তমঃগুণ প্রধান প্রজা এবং পাদদ্বয় হইতে তমঃগুণ প্রধান প্রজা সকল সৃষ্ট হইল।

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাৎ শূদ্রাশ্চ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ॥

(অগ্নিপুরাণম্)

প্রথমে প্রজাপতির মুখ হইতে বিপ্রগণ স্ত্রীসহ জন্ম গ্রহণ

করে ; বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির (বর্ণের) সেবক (দাস) শূদ্র জাতি জন্ম গ্রহণ করে।

সোঽসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং।
যজ্ঞানাং পরিসিদ্ধ্যর্থং মুখতো ব্রাহ্মণান্ পুনঃ॥
অসৃজৎক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরু দেশতঃ।
শূদ্রাংশ্চ পাদতোঽসৃষ্ট্বা তেষাং ধর্ম্মানুবদত্যর্থ॥

(নৃসিংহ পুরাণম্)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা—দেবতা, অসুর এবং মানুষ সহ জগত সৃজন করিলেন। যজ্ঞসিদ্ধির জন্য পুনরায় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ; বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি মুখাজ্জাতা আদৌবিপ্রাঃ সবৈদিকাঃ।
করাচ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা উর্ব্বৈশ্যো বভূব হ॥
পাদাৎ শূদ্রশ্চসংভূতস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ॥

(পরশুরাম সংহিতা)

প্রথমে প্রজাপতির মুখ হইতে বেদ সহিত বিপ্রগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবক শূদ্রজাতি পদ হইতে উৎপন্ন হয়।

সোঽপিসৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষম্ ॥
যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ ॥
শূদ্রাংশ্চপাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানু পূর্ব্বশঃ।

* * * * *

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণে নৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

(হারীত সংহিতা)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা—দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সহ এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন ; এবং যজ্ঞসিদ্ধির জন্য মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য পাদদেশ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।—"শৃণুত দ্বিজ সত্তমাঃ।" হে দ্বিজ সত্তম গণ! আপনারা শ্রবণ করুণ ; ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত।"

এখন বিজ্ঞ জনমণ্ডলী নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন মানবমণ্ডলী প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ বাহু, উরু ও পদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে কি না? যদি বলেন—শাস্ত্রে যখন বহু সংখ্যক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আর ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে মানব মণ্ডলী উৎপন্ন না হইবার কারণ কি? তবে এস্থলে বক্তব্য এই—"ন চ বাচাম্" ইহা বলিতে পার না ; কারণ এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বেদ, সংহিতা, গীতা, শ্রীমদ্ভাগত, বিষ্ণুপুরাণ,

বায়ুপুরাণ, পঞ্চমবেদমহাভারত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, হরিবংশ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহের প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়া স্পষ্টতঃই দেখান গিয়াছে। এবং ইহা আরও সুস্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্মক্ষেত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যোভগবতঃ পদভ্যাং শূদ্র ব্যজয়॥

অর্থ—পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইঁহার (পুরুষের) বাহু, বৈশ্য ইঁহার (পুরুষের) উরু এবং পদ হইতে শূদ্র।

এক্ষণে এই শ্লোকের অর্থ এবং পূর্ব্বোক্ত বেদের শ্লোকের অর্থ (৬) এক হইল কি না? যদি তাহা না হয়, তবে এখানে পুরুষ বলিয়া কাহাকে বলা হইয়াছে? এবং "এক এব পুরা বেদ—" অর্থাৎ "পূর্ব্বকালে সর্ব্ব বাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিল, নারায়ণ একমাত্র দেবতা ছিলেন; এক অগ্নি এবং এক জাতি বা এক বর্ণ ছিল।" এই কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে স্থান পাইত না (৭)। কারণ একই গ্রন্থে দুই প্রকার সৃষ্টি প্রণালী সম্পূর্ণই অসম্ভব। আবার বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণেরদিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, "বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে (৮)।" তবে ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে? যখন অন্যান্য

(৬), (৭), (৮), ৪—৬, ১৫, ১৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

গ্রন্থে ব্রহ্মা বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন এই গ্রন্থে (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে) বিষ্ণু হয় কেন ? বহু গ্রন্থে, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছে বলিয়া উল্লেখ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে রজোদ্রিক্ত প্রজা (ক্ষত্রিয়) জন্মিয়াছে বলিয়া উল্লেখ (৯)। আবার বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়ে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব হয় (১০)।" অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে "প্রজাপতির মুখ হইতে বিপ্রগণ স্ত্রী সহ জন্মগ্রহণ করে।" আবার পরশুরাম সংহিতায় উল্লেখ আছে—"প্রজাপতির মুখ হইতে বেদ সহিত বিপ্রগণ জন্ম গ্রহণ করে (১১)।" এস্থলে দেখিতে হইবে, অন্য কোন শাস্ত্রাদিতে স্ত্রীসহ কিংবা বেদ সহ বিপ্রের জন্ম গ্রহণ উল্লেখ নাই। তবে যদি নিতান্তই বিপ্রগণ স্ত্রী সহ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহা হইলে পশ্চাৎ জন্মা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাঁহারা কোথা হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া ছিল ?—বিবেচ্য। শ্লোকেত এমন কোন উল্লেখ নাই যে - ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও স্ত্রী সহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ? যদি বল যে, তাহারও স্ত্রী সহ জন্মিয়াছিল—তবে আর "বর্ণসঙ্কর"সৃজন হইত না, বা এই কথা অন্যান্য শাস্ত্রাদিতেও গোপন থাকিত না। আর পূর্ব্বেই দর্শান গিয়াছে—বেদ মনুষ্য রচিত এবং

(৯), (১০), (১১), ১৮, ১৬, ১৯, পৃষ্ঠা দেখুন।

কতক কতক বেদ রচয়িত্রিগণের নামও যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (১), এমন স্থলে কেমন করিয়া বিপ্রগণ বেদ সহ প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে ? নৃসিংহ পুরাণে ও হারিত সংহিতায় উল্লেখ আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা—দেবতা, অসুর এবং মানুষ সহ এই জগৎ সৃষ্টি কবিলেন (১৩)। তৎপর যে, যজ্ঞসিদ্ধির জন্য মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই—উক্ত সৃজিত মানুষ হইতেই যজ্ঞকার্য্যের জন্য অর্থাৎ মন্ত্রাদি কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কারণ, মন্ত্রোচ্চারণ মুখের কার্য্য, এই জন্যই ব্রাহ্মণকে মুখজাত (মুখ হইতে জন্ম) বলা হইয়াছে (১৪), ইত্যাদি। এবং হারীত মুনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত।” এই জন্ম বৃত্তান্ত আরও বিশেষরূপে বলিবার জন্য “বসিষ্ঠ সংহিতায়” বসিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন—

---

(১২) ২।৩ পৃষ্ঠা দেখুন। (১৩) ১৯।২০ পৃষ্ঠা দেখুন।

(১৪) শাস্ত্রে আছে—

ঊর্দ্ধনাভেমেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥

অর্থ—পুরুষের নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতম হয়, কিন্তু তাহা হইতেও মুখ অধিক পবিত্র। ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন।

চত্বারোবর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ।
ত্রয়োবর্ণদ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ॥
তেষাং মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি; ইঁহাদিগের প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে।

এখন দেখুন—বসিষ্ঠ মুনিও বলিলেন যে, মানুষের প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে। এবং মহামতি মনুও বলিয়াছেন যে, "পশু, মৃগ, দুই পংক্তি দন্ত বিশিষ্ঠ হিংস্রজন্তু, রাক্ষস, পিশাচ, এবং মনুষ্য ইহারা সকলেই জরায়ু নামক গর্ভাবরণ চর্ম্মে প্রাদুর্ভূত হয় ও তাহা হইতে মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় (১৫)।"—সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এইরূপস্থলে কেমন করিয়া নিরপরাধ ব্রহ্মার মুখ, বাহু (গ্রন্থবিশেষে বক্ষঃস্থল) উরূ ও পদ হইতে মনুষ্যগণকে টানিয়া বাহির করিব? আবার "কুর্ম্মপুরাণ" মতে বলিলে, মনুষ্য-জন্মের পরে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে। "প্রচার" নামক মাসিক সংবাদপত্রের ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়, শিবের জন্ম বৃত্তান্তে "কুর্ম্মপুরাণ" হইতে যাহা অনুবাদিত হইয়াছে তাহা এই—"কূর্ম্মরূপধারী নারায়ণ কহিতেছেন, "আমি নারায়ণ দেব, পূর্ব্বে বিপুল নিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক সর্পশয্যা আশ্রয় করিয়া ছিলাম, তদানীং

(১৫) ১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমা ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না। আমি নিশাবসানে জাগরিত হইয়া, সৃষ্টির চিন্তা করিতে ছিলাম। সহসা আমার প্রমোদ (আহ্লাদ) উৎপন্ন হইল। হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! তাহাতেই লোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কোন কারণে সেই সময় আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই দেবরুদ্র ক্রোধময় শূলপানি ত্রিলোচন মহেশ্বর জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কমলায়-তনয়না, সুরূপা, দিব্যকান্তিযুক্তা, বিদ্যমানা শোভিতা, লক্ষ্মীদেবী আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা নারায়ণকে কহিলেন, "সমুদায় ভূতের মোহের নিমিত্ত এই আত্মস্বরূপিণীকে নিয়োগ করুন।" ব্রহ্মার অনুরোধে নারায়ণ লক্ষ্মীকে কহিলেন, "হে দেবি! দেব, অসুর, মানুষ সহ এই সমুদায় বিশ্বকে আমার আদেশে মোহিত করিয়া বিনিপাতিত কর।" বেদব্যাস বর্ণিত এই উপাখ্যান হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের জন্মের পূর্ব্বে লক্ষ্মী, দেবতা, অসুর, মানুষ, সর্প, নিশাবসানকারী সূর্য্য, এমন কি সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, কূর্ম্ম পুরাণের মতে সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পর ব্রহ্মার জন্ম হয়। এরূপাবস্থায় এই ব্রহ্মা কেমন করিয়া বাজী

করের বাজীর ন্যায় তাহার নানাস্থান হইতে নানাপ্রাণী সৃষ্টি করিলেন বা জগৎস্রষ্টা হইয়া বসিলেন ?—ইহা কখনও হয় নাই, বা হইতে পারেও না। এই জন্যই যে বেদব্যাস অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ যে সময় চারি বেদ একত্র নিবদ্ধ ছিল, সেই একত্রাবদ্ধ বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নাম ধারণ করিয়াছেন, সেই ত্রিকালজ্ঞ বেদ-বিভাগ কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তদীয় সংহিতায়, বিভিন্ন মতাবলম্বনকারী শাস্ত্রের মধ্যে কোন্ কোন্ শাস্ত্রের বিরোধে (অনৈক্যতায়) কোন্ কোন্ শাস্ত্র প্রামাণ্য তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; যথা—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥
(ব্যাস সংহিতা ১।৪ শ্লোক)

যেখানে শ্রুতি (বেদ) স্মৃতি (সংহিতা) এবং পুরাণের বিরোধ, অর্থাৎ প্রমাণের অমিল দেখা যায়, (বেদে উল্লেখ আছে যে, ইহা হইতে পারে; কিন্তু সংহিতায় উল্লেখ আছে যে, হইতে পারে না ; কিংবা সংহিতায় উল্লেখ আছে হইতে পারে, পুরাণে উল্লেখ আছে হইতে পারে না—ইত্যাদি) সেই স্থলে বেদের প্রমাণই বলবান্ হইবেক্ অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হইবেক। এবং যে স্থলে সংহিতা ও পুরাণের অমিল দেখা যায়, সেই স্থলে সংহিতার

প্রমাণই বলবান্ বা গ্রহণীয়। ইহাতে স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে, সর্ব্বাপেক্ষা বেদ ও তৎপর সংহিতা বলবৎ প্রামাণ্য; তবে এখন আর আমাদের "জাতি বা বর্ণ" নির্ণয়ে কোন প্রতিবন্ধক পাইতে হইবেক না। ফলতঃ বেদ, সংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্বে কোন "জাতি বা বর্ণ" বিভাগ ছিল না—সকল মনুষ্যই এক জাতি বা এক বর্ণ ছিল (ইহা যথাস্থানে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)। তৎপর বহুদিন পরে কার্য্যের সুবিধার জন্য, একই মানব মণ্ডলী গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

মূল বর্ণ ও বর্ণ সঙ্কর।

যে সময় একই বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়, সেই সময় বেদার্থ অবগত হওয়া সহজ সাধ্য নহে বলিয়া, মন্বাদি ঋষিগণ বেদার্থ সংকলন পূর্ব্বক, নিজ নিজ নামে ধর্ম্ম শাস্ত্র (স্মৃতি শাস্ত্র) বা সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় তাহার নিরূপণ আছে, যথা—

মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥১৪॥
পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষগোতমৌঃ।
শাতাতপোবসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥১৫॥

মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, হারীতসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, উশনঃ সংহিতা, অঙ্গিরঃ সংহিতা, যম সংহিতা, আপস্তম্ব সংহিতা, সংবর্ত্ত সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, শঙ্খ সংহিতা, লিখিত সংহিতা, দক্ষ সংহিতা, গৌতম সংহিতা, শাতাতপ সংহিতা, বসিষ্ঠ সংহিতা,—এই বিংশতি খানি সংহিতা ও এতদ্ব্যতিরিক্ত নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি কতিপয় ঋষির প্রণীত শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহিত হইয়া থাকে। এই বিশখানা সংহিতার মধ্যে "মনু সংহিতাই" সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত—মাননীয়। স্বয়ং বেদ পুরুষ বলিয়াছেন যে,—

"যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং।"

মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভেষজ স্বরূপ। ইহা বেদ পুরুষের উক্তি। স্বয়ং বৃহস্পতিও বলিয়াছেন যে—

বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোস্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতিঃ ন প্রশস্যতে ॥

ইহার অর্থ এই—মনুর স্মৃতিই (মনু সংহিতাই) প্রধান, কারণ ইহাতেই বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ বেদার্থের অনুকরণে লিখিত বলিয়া সকল সংহিতা হইতে মনু সংহিতাই শ্রেষ্ঠ। মনু সংহিতার সহিত যে সংহিতায় অনৈক্য তা দৃষ্ট হয়, সে সংহিতা প্রশস্ত বা মাননীয় নহে। মনু সংহিতায় উল্লেখ আছে যে,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥১০।৪॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি শব্দে কহা যায়, কারণ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র—ইহার উপনয়ন সংস্কার নাই পঞ্চম বর্ণ নাই; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথম বর্ণ, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় বর্ণ, বৈশ্য তৃতীয় বর্ণ, শূদ্র চতুর্থ বর্ণ—ইহা ভিন্ন আর বর্ণ শব্দে অভিহিত নাই।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উক্ত মূল চারিবর্ণ বা চারি শ্রেণীর মধ্যে ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) কোন বর্ণ পদবাচ্য বা কোন শ্রেণী পদবাচ্য কি না? কিংবা এই ঝাল-মালগণ কোন নবাগত জাতিরূপে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে কি না? অথবা এই ঝাল-মালগণ বৈদিককাল বা সাংহিতিককাল হইতে বর্ত্তমান আছে কি না? এবং এই ঝাল-মালগণ মূলতঃ বা জন্মতঃ আর্য্য বংশোদ্ভব কি না?

সংহিতা, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণতত্ত্ব বা জাতীয় তত্ত্বের ইতিবৃত্ত বেদে কোন লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে যখন এতদ্‌সম্বন্ধে বেদে কোন বিবরণ নাই, তখন এস্থলে বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ সংহিতাই যে, বেদের ন্যায় মাননীয় তাহা অখণ্ডনীয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "বেদার্থের অনুকরণে লিখিত বলিয়া সকল সংহিতা হইতে মনু সংহিতাই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মাননীয়।" এখন এই বেদবৎ হিন্দু ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রামাণিক মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু তদীয় সংহিতায় এই ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ॥

(মনু—১০।২২ শ্লোক)

ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্ল-মল্লনিচ্ছিবিনটকরণ খস দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি। ইতি কুল্লূকঃ।

অর্থাৎ—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা সবর্ণা গর্ব্ভজ সন্তান-দিগকেই কোন দেশে ঝাল, কোন দেশে মাল, কোন দেশে নিচ্ছিবি, কোন দেশে নট, কোন দেশে করণ, কোন দেশে খস, কোন দেশে দ্রবিড় ইত্যাদি বলে। ফল কথা ইঁহারা সকলেই জাতিতে "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়।" কেবল দেশভেদে

নামভেদ মাত্র। ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) ইত্যাদি ইঁহাদের উপাধি। সবর্ণা স্ত্রী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকালে চারি বর্ণে পরস্পর আদান প্রদান অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ ও আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। মহাভারতে উল্লেখ আছে—দেবী দ্রৌপদী ৬০ (ষষ্ঠি) সহস্র শিষ্যের সহিত ব্রাহ্মণ বংশাবতংস মহাতপোধন দুর্ব্বাসা মুনিকে স্বহস্তে রন্ধন করতঃ ভোজন করাইয়া ছিলেন। (বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় ভারত ইতিহাসের ৯ম সংস্করণের ১১পৃঃ লিখিয়াছেন—"মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন ও বিবাহ প্রচলিত ছিল")। গর্গ মুনি যশোদার পক্কিত অন্ন সেবন করেন। দুর্ব্বাসা মুনি গোপ কন্যা মায়াকে বিবাহ করেন —ইত্যাদি, (এইরূপ বহুল প্রমাণ থাকিতেও নিস্প্রয়োজন বোধে লিপিবদ্ধে বিরত হইলাম)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দূরে থাকুক, মনু সংহিতার এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখন ইঁহাদেরও অন্ন প্রচলিত ছিল। যথা—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।

যে যাহার কৃষি কর্ম্ম করে, কুলমিত্র অর্থাৎ আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো-রক্ষণ করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে, যে যাহার ক্ষৌর কর্ম্ম করে, এবং "আমি তোমার

নিকট অবস্থান করিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিব” বলিয়া যে নিজ আত্মাকে নিবেদন করে, শূদ্রের মধ্যে ইঁহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায়। আবার মহাভারতের সময় দেখা যায় যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে তদীয়া জেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর সভাতে উপস্থিত হইয়া, সমাগত জন মণ্ডলীকে আহ্বান করতঃ বলিতেছেন

“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র না না জাতি।
যে বিন্ধিবে সেই লবে কৃষ্ণা গুণবতী (১৬) ॥”

ইহাতে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হয় যে, পূর্ব্বকালে পরস্পর বিবাহাদি হইত বলিয়াই, মহামতি মনু তদীয়

---

(১৬) পাণ্ডবেরা যে, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর যে কলিযুগের উক্ত সময় গত হইলে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথা

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যাধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম ভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ ॥

(কহ্লণ রাজতরাঙ্গণী)

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, কুরু পাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই—অনেকেই বলিয়া থাকে যে, “কেবল মাত্র সত্যযুগে জাতিভেদ ছিল না ও সেই সময়েই অসবর্ণা বিবাহ ছিল” তাহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্যই অর্থাৎ কলিযুগেও যে জাতিভেদ ছিল না এবং অসবর্ণা বিবাহ ছিল’ তাহা দেখান হইল।

সংহিতায় ঝাল-মালগণের সবর্ণা মাতার উল্লেখ করিয়া, যে নিখুঁৎ ক্ষত্রিয় কুল হইতে ঝাল-মালগণ উদ্ভব হইয়াছে, সেই দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়কুলেই অবিচলিত আসন প্রদান করিয়াছেন। যেমন—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

পরিণীত সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা পিতা মাতার সবর্ণ হইবে। এবং বিষ্ণু সংহিতায় বিষ্ণুও বলিয়াছেন যে—

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।১।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ।২।
প্রতিলোমাস্বার্য্য বিগর্হিতাঃ।৩।

(বিষ্ণু সংহিতা-১৬ অঃ)

সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র জন্মে। অনুলোমা স্ত্রীতে (উচ্চ বর্ণের পুরুষে ও নীচ বর্ণের স্ত্রীতে) মাতৃ সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মাতা যে জাতীয়া পুত্রও সেই জাতি প্রাপ্ত হয়। আর প্রতিলোমা স্ত্রীতে (নীচ বর্ণের পুরুষে ও উচ্চ বর্ণের স্ত্রীতে) যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সেই সন্তান অনার্য্য নামে বিখ্যাত হয়, ইহারা আর্য্যগণের নিন্দিত ইহা বিশেষরূপে বলিবার জন্য মনু আরও বলিয়াছেন ; যথা-

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এবতে॥
(মনু—১০।৫ শ্লোক)

পরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। এবং পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয় হইবে। পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রীতে বৈশ্য কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান বৈশ্য হইবে. ও পরিণীতা শূদ্রা স্ত্রীতে শূদ্র কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান শূদ্রবর্ণ হইবে। অর্থাৎ সবর্ণা (যে জাতীয়া স্ত্রী সেই জাতিয় পুরুষ) পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান ঐ ঐ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। এইরূপ উক্তি থাকায় অন্য পত্নীতে (এক জাতীয় পুরুষ অন্য জাতীয়া স্ত্রী) উৎপন্ন সন্তান কোন "বর্ণ" পদবাচ্য হইবে না. জাত্যন্তর (বর্ণসঙ্করত্ব) হইবে – ইহা নিশ্চিত হইল।

উপরি উক্ত প্রমাণ সমূহের মর্ম্মার্থে স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে, ঝাল-মালগণ পরিণীতা সবর্ণা গর্ভজ সন্তান বলিয়াই কোন রূপ সঙ্কর জাতি কিংবা উপজাতি বা হীনবর্ণ নহে। ঝাল-মালগণ আর্য্য বংশোদ্ভব "দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়" জাতি। যদি ঝাল-মালগণ "দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়" না হইয়া, কোন সঙ্কর (জারজ) জাতি (শ্রেণী) হইত, তবে মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মহামতি মনু তদীয় সংহিতায় এই ঝাল-মাল-গণকে কথনও পিতা মাতার নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরিণীতা

সবর্ণা গর্ব্ভজ "ক্ষত্রিয়" শব্দে অভিহিত করিতেন না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন—"মনু ঝাল-মালগণকে "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" শব্দে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" আমরাও বলি ঝাল-মালগণ "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়"। কি কারণে ও কোন্ কোন্ বর্ণ "ব্রাত্য" হয়, এবং এই ব্রাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কতদূর নিন্দনীয় বা পূজনীয় তাহা ক্রমে ক্রমে দর্শিত হইবেক। মনু সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্য ব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥

দ্বিজাতিরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে "ব্রাত্য" বলে। ঝাল-মালগণ এই উপনয়ন সংস্কার বিহীন বা উপবীত বিহীন ক্ষত্রিয় বলিয়াই "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" নামে নির্দ্দেশিত। ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় একজন কি দুইজন হইতে ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। যে সব ক্ষত্রিয়গণ ভারতের ধর্ম্মবিপ্লব, রাজবিপ্লব, জাতিবিপ্লব বা যুদ্ধ বিপ্লবের অসহনীয় দুঃসময়ে তিস্রৈষণা বাক্যের আশ্রয় গ্রহণে যথা সময়ে উপবীত গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাঁহারাই "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" নামে পরিণত হইয়াছে (১৭)। মনুর সময় হইতেই যে,

(১৭) যে সময় ক্ষাত্রিয় জাতির দুর্ঘটনা ঘটে ও বঙ্গদেশে

ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে (দেশ ভেদিক আখ্যায়) অভিহিত হইতেছিল, সে সম্বন্ধে মনুর টীকাকার মহামতি কুল্লুকভট্ট স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, "দেশভেদে নামভেদ মাত্র" (১৮)। এবং কুলতন্ত্রেও এসম্বন্ধে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা এই—

অসৌহি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ঃ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণে রাঢ় এব চ॥
ওড্রেচ স্থানভেদে তু ভিন্নাখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেহপি তদ্দেশ সংজ্ঞকা॥

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করে। প্রথমে রাঢ়ে, তৎপরে বঙ্গদেশে, তারপর দক্ষিণরাঢ়ে ও ওড্রদেশে গমন করিয়াছিল। এইরূপে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান হওয়ায়, তাঁহাদিগের আখ্যাও (উপাধি) ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সন্তানগণের আখ্যা বা উপাধিও সেই সেই দেশের নামানুসারেই হইয়াছিল।

আগমন করে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় বেদ, সংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যতিত, ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা অন্য তত্ত্বাদি বিশেষরূপে এই প্রথমভাগে উল্লেখ করা হইল না।

(১৮) ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঝাল ও মাল (ঝল্ল ও মল্ল) কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন জাতির নাম নহে। "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণই" দেশবিশেষে ঝাল-মাল ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-গণের মধ্যে যেমন বহু সম্প্রদায় আছে—ঝাল ও মাল সেইরূপ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের সম্প্রদায় বিশেষ। কেবল, দেশ ভেদিক আখ্যা মাত্র। অর্থাৎ মালবার ও ঝালরকোট (১৯) হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই বঙ্গ ভূমিতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় নামের পরি-বর্ত্তে পূর্ব্বদেশানুযায়ী আখ্যায় ঝাল ও মাল জাতি নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে ; এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতির পরিবর্ত্তে ঝাল-মাল জাতি বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু, যে যে দেশ হইতে ক্ষত্রিয়গণ এই বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাঁহাদের আদিম বাসস্থানের নাম হইতেই যে তাঁহারা জাতি পদবাচ্য হইয়াছে ———নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ ঝালরকোট হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ ঝাল জাতি ও মালবার হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ মালজাতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ ঝাল ও মালগণ ভিন্নজাতি নহে—জাতি একই "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়"। ঝাল-মাল

(১৯) মহামতি টড্ সাহেব প্রণীত "রাজস্থান" নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এতদ্ সম্বন্ধে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে সবিস্তার লিখিত।

(ঝল্ল—মল্ল) কর্ম্মানুযায়ী ও দেশভেদিক আখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র। কিন্তু, ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইলেও বিবাহাদি আদান প্রদান চিরপ্রচলিত এবং পুরুহিত ব্রাহ্মণগণও এক, ইহা সকলেরই বিদিত।

যদিও বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষালোকে মূর্খান্ধকার প্রায় দূরবর্ত্তী—তবুও যেমন ইংলণ্ডের অধিবাসীকে ইংরেজ, স্কট্‌লণ্ডের অধিবাসীকে স্কচ্, আয়র্লণ্ডের অধিবাসীকে আইরিস্, মারবার প্রদেশের লোকদিগকে মারোয়ারী, পঞ্জাবের লোকদিগকে পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র দেশের লোকদিগকে মারহাট্টি; বাঙ্গালা দেশের লোকদিগকে বাঙ্গালী, চীন দেশের লোকদিগকে চীনা, কাবুল দেশের লোকদিগকে কাবুলী, জাপান দেশের লোকদিগকে জাপানী ইত্যাদি বলা হয়, তদ্রূপ এই বঙ্গদেশাগত ঝালরকোট ও মালবার প্রদেশের ক্ষত্রিয়দিগকেও ঝাল ও মাল বলিয়াই বলা হইয়াছিল ; কিন্তু অশিক্ষাবালোকে অজ্ঞানান্ধকার অদূরবর্ত্তী থাকায়, ক্রমে দেশ-আখ্যাই জাতীয় আখ্যায় পরিণত হইয়াছে। দেশ-আখ্যায় অধিবাসীর আখ্যা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বটে, প্রভেদ, পূর্ব্বের ন্যায় দেশ-আখ্যা বর্ত্তমানে জাতীয় আখ্যা হয় না। ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঝাল-মালগণ প্রথমে অশিক্ষিত জনগণের নিকটে দেশ-আখ্যাই জাতীয় আখ্যায় পরিণত হইয়া, ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্ব সাধারণের নিকটে ঝাল-মাল জাতি

পদবাচ্যেই পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ঝাল-মালগণ প্রথমতঃ এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মানুসারেই ঝল্ল—মল্ল (ঝাল-মাল) উপাধি গ্রহণ করে (২০)। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের উপাধি ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) অনুযায়ী তাঁহাদের অধিকৃত দেশের নাম রাখা হয় (২১)। তৃতীয়তঃ তাঁহারা (ঝাল-মালগণ) বিপ্লব-কারণ দেশ পরিত্যাগ করায়, পূর্ব্ব বাসস্থানের নাম হইতেই জাতীয় পদবাচ্য। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতা ও কুলতন্ত্রে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করা হইবেক।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি শব্দে বলা হয় (২২)। কারণ, এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার আছে। কিন্তু এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার থাকিলেও, পরস্পর পৃথক বুঝাইবার জন্য উপবীতের শ্রেণী বিভাগ ছিল। এবং কোন্ বর্ণের কত বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল নির্দ্দিষ্ট তাহাও নিরূপিত আছে; যথা—

(২০) শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি অভিধান দ্রষ্টব্য।

(২১) এতদ্ সম্বন্ধে সম্যক্ বিবরণ ইহার দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত।

(২২) ২৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতের্বিশঃ॥

(মনু—২।৩৮ শ্লোক)

ইহার অর্থ এই—"ব্রাহ্মণের গর্ভাদি ষোড়শ (১৬) বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি (২২) বর্ষ পর্য্যন্ত, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি (২৪) বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নকাল নির্দ্দিষ্ট"। যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না হয়, তবে তাঁহাদিগকে "ব্রাত্য" বলা যায়। এবং উপবীতের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময় রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্॥

(মনু—২।৪৪ শ্লোক)

"কার্পাস নির্ম্মিত উপবীত ব্রাহ্মণেরা ধারণ করিবে, শণ সূত্রের নির্ম্মিত উপবীত ক্ষত্রিয়েরা ধারণ করিবে, এবং মেষলোমের নির্ম্মিত উপবীত বৈশ্যেরা ধারণ করিবে"। এইরূপ উপবীতের শ্রেণী নির্দ্দেশ থাকায়ই, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় জাতির উপর দিয়া যে, কত ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই (২৩)। এই ঝঞ্ঝাবাতের দরুণই ঝাল-মালগণ আজ "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" নামে অভিহিত। ঝাল-মালগণ যে, সঙ্কর জন্মা বা বর্ণসঙ্কর নহে বা বর্ণ-

(২৩) দ্বিতীয় ভাগ দেখুন।

সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয় নাই—যে দ্বিতীয় বর্ণ আর্য্যকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উদ্ভব সেই ক্ষত্রিয় জাতিতেই অটল অচলভাবে বিরাজমান তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মহামান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—

"স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।"

"হে অর্জ্জুন! স্ত্রী দুষ্টা হইলেই (অন্য পুরুষ গামিনী হইলেই) বর্ণসঙ্কর (জারজ) সন্তান উৎপন্ন হয়।" এসম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যেক শাস্ত্রেই বহুবিধ প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য শাস্ত্রাদির প্রমাণাদি আর উল্লিখিত হইল না। ইহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ঝাল-মালগণকে বর্ণসঙ্করত্ব (জারজত্ব) কলঙ্ক কালিমায় কখনও কলঙ্কিত করে নাই। কেন না, ঝাল-মালগণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে— "স চ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়াৎ সবর্ণায়াং জাতঃ।" এবং ঝাল-মালগণ যে, কোন নবাগত জাতিরূপে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই, এবং এই ঝাল-মালগণ যে, মূলতঃ বা জন্মতঃ আর্য্য বংশোদ্ভব দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি; আর বৈদিককাল বা সাংহিতিককাল হইতেই যে, বর্ত্তমান আছে হিন্দু-ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতা ও ইতিহাসাদিই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

তৃতীয় প্রসঙ্গ।

ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) বর্ণসঙ্কর নহে।

ঝাল-মালগণ যে, বর্ণসঙ্কর বা অন্ত্যজ জন্মা নহে—দ্বিতীয় বর্ণ "ক্ষত্রিয়" জাতি, তাহা ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্র-শ্রেষ্ঠ "মনুসংহিতা" হইতে দেখান হইয়াছে ; কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকে যে, জাতিমালা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মাল ও মল্ল শব্দ বাচক জাতিই বর্ণসঙ্কর, এবং অভিধানে ও "বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ" বলিয়া লিখিত আছে। আমরাও দেখিতে পাই—যশোহর মল্লীকপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংগৃহীত ও অনুবাদিত "জাতিমালা" নামক পুস্তকের (১৩০৭ সাল শ্রীপ্রবোধ কুমার চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত) ৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"লেটতীবর কন্যায়াং জনয়া ষষ্ঠ জাতিষু।
মালং মল্লং মাতবশ্চ ভড়ং কৌলং কলন্দরং ॥

পয়ার। লেটের পুরুষ আর তীবর কন্যার।
ছয় জাতি জন্মে ইথে ক্রম অনুসার ॥
প্রথমেতে মাল দ্বয়ে মল্ল জাতি হয়।

তৃতীয়ে মাতব চতুর্থেতে ভড় কয়॥
পঞ্চমেতে কোল ষষ্ঠে কলন্দর জাতি।
জন্মদোষে পতিত বিদিত বসুমতী॥”

আবার ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

“লেটাত্তীবর কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভুব সত্ত জাবালো গঙ্গাপুত্র প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পয়ার। লেটের পুরুষ আর তীবর যুবতী।
পুনর্ব্বার গঙ্গাপুত্র হৈল এক জাতি॥”

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ১০৮নং গরাণহাটা পবলীক লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ২য় সংস্করণ “জাতি-কৌমুদী ও জাতিসঙ্কর” পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,

“লেটাৎতীবর কন্যায়াং জায়ন্তে ষট্চ জাতয়ঃ।
মালো মল্লঃ মাতবশ্চ ভড়ঃ কোলঃ কলন্দরঃ॥

তীবর কন্যায় লেটবীর্য্যে ক্রমে মাল, মল্ল, মাতব, ভড়, কোল ও কলন্দর এই ছয় পতিত জাতি জন্ম গ্রহণ করে।” আবার ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

লেটাৎতীবর কন্যায়াং তপোধন মহামুনে।
বভুব সদ্যোজ্জাবালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তীবর কন্যায় লেটের ঔরসে জাবাল জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা গঙ্গাপুত্র নামে বিখ্যাত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় (গদ্য) সম্পাদিত ও ১২৭নং মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট, দরজিপাড়া, "সমুন্নত-সাহিত্য-প্রকাশ" কার্য্যালয় হইতে "বসাক এণ্ড সন্স" কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩০২ সালের "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় "বিবিধজাতির উৎপত্তি" বর্ণনায় লিখিত আছে –

"———লেট হইতে তীবর কন্যাতে মল্ল, মাতর, ভড়, কোড় ও কলন্দ নামে ছয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে" (পুস্তকের লিখিত দৃষ্টেই লিখা হইল, কোন ব্যতিক্রম করা হইল না। লিখিত মতের গণনায় পাঁচ জাতি বুঝায়, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহোদয় "ছয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে" বলিয়া লিখিয়াছেন—তবে আর একটা কোথায় গেল ?) আবার ২০ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তিতে লিখিত আছে –

"——গঙ্গাতটে লেট হইতে তীবর কন্যার গর্ভে গঙ্গাপুত্র জন্মে" দ্বিজ গয়ারাম কৃত পদ্যানুবাদ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

"বৈশ্য বীর্য্য দান কৈল শূদ্রাণী গর্ভেতে।
মাল জাতি জনমিল দোঁহা সম্ভোগেতে॥"

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১৮২৭ শকাব্দে কলিকাতাস্থ বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো মেসিন-যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত নটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল সংস্কৃত "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" গ্রন্থে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বিবৃত আছে, তাহা এই (২৪)——

গোপ নাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদক কূবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিজ্ জাতয়ঃ ॥১৭॥
ইত্যেবমাদ্যাবিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠৌবৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ ॥১৮॥
বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥১৯॥
মালাকার-কর্ম্মকার -শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥২০॥
সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ ॥২১॥

*   *   *   *

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা ॥৯২॥
সূত্রধারো দ্বিজানান্তু শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা ॥৯৩॥
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ ॥৯৪॥

(২৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ ॥৯৫॥
কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ ॥৯৬॥
অট্টালিকাকারবীজাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি।
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ ॥৯৭॥
কুম্ভকারস্য বীজেন সদ্যঃ কোটক যোষিতি।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভুবি ॥৯৮॥
সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীজেন রাজপুত্রস্য যোষিতি।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ ॥৯৯॥
তীবরস্য তু বীজেন তৈলকারস্য যোষিতি।
বভূব পতিতো দস্যুর্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০০॥
লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষণ্নরান্।
মান্নবন্বং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরম্ ॥১০১॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যোবভূব চণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ ॥১০২॥
তীবরেণ চ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চণ্ডালান্মাংসচ্ছেদো বভূব হ ॥১০৩॥
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোঞ্চশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোঞ্চস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কর্ত্তারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০৪॥
সদ্যশ্চণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।

বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি-ডমৌ তথা ॥১০৫॥
ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডাল বীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চ পুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে ॥ ০৬॥
লেটাৎতীবরকন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১০৭॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ:
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১০৮।
বৈশ্যাৎ তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ।
শুণ্ডিযোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূব হ ॥১০৯॥
ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূব হ;
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগরীতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১১০॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবৰ্ত্তঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি ॥১১১॥
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজক্যাং তীবরাচ্চৈব কোয়ালীতি বভূব হ ॥১১২॥
নাপিতাদ্‌গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি।
ক্ষত্রাদ্বভুব ব্যাধশ্চ বলবান মৃগহিংসকঃ ॥১১৩॥
তীবরাৎশুণ্ডিকন্যায়াং বভুবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্ বভূবুর্দ্দস্যবঃ সদা ॥১১৪॥
ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কূদরস্তেন কীৰ্ত্তিতঃ ॥১১৫॥

তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিতো ঋতুদোষতঃ।
সদ্যঃ কোটকসংসর্গাদধমো জগতীতলে ॥১১৬॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়ামৃতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ ॥১১৭॥
চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষত্রিয়েণাপি বারিতঃ।
তেন জাত্যা স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১৮॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভুবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥১১৯॥
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ নির্ভয়া রণদুর্জ্জয়াঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥১২০॥
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্ব্বভুব হ।
জোলাৎকুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১২১॥
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যশ্চ শ্রুত জাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ ॥১২২॥
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্ব্বহবো জনাঃ ॥১২৩॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যাল গ্রহিণোভুবি ॥১২৪॥

ব্রহ্মখণ্ড—(১০ম অধ্যায়)

———— ————.

অস্যার্থ—

হে বিপ্রেন্দ্র! গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কূবর, তাম্বুলী, স্বর্ণকার ও বণিক প্রভৃতি সৎশূদ্র বলিয়া অভিহিত। আর বৈশ্য পুরুষ হইতে শূদ্রাস্ত্রীর গর্ব্ভে করণ ও ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়। ।১৭।১৮।

বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার এই শিল্পী নয়পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার এই ছয়জন শিল্পী শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অযাজ্য বর্ণসঙ্কর হইল ।১৯।২০।২১।

স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণের জন্য ব্রহ্মশাপে পতিত ।৯২।

সূত্রধর ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ জন্য বিলম্ব করায় ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত হইয়াছে ॥৯৩॥

ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুরূপ চিত্রকার্য্যে ব্যতিক্রম করায়, চিত্রকর ব্রহ্মশাপে পতিত ॥৯৪॥

পতিত স্বর্ণকারের সংসর্গ জন্য ও সুবর্ণ চুরি অপরাধে, কোন বণিক বিশেষ ব্রাহ্মণের শাপে পতিত হইয়াছে ॥৯৫॥

শূদ্রা বেশ্যার গর্ভে চিত্রকারের ঔরসে অট্টালিকাকার নামে একজাতির উৎপত্তি হয় ; জারজ দোষের জন্য এই জাতি পতিত ॥৯৬॥

অট্টালিকাকার পুরুষে ও কুম্ভকার নারীর সহযোগে গৃহনির্ম্মাণকারী পতিত কোটকজাতির উৎপত্তি হয় ॥৯৭॥

কুম্ভকারের ঔরসে কোটক নারীর গর্ভে পতিত কুটিল স্বভাব তৈলকার জন্মে ॥৯৮॥

ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে রাজপুত জাতীয়া কন্যার গর্ভে তীবরজাতির উৎপত্তি হয় ; জারজ দোষের জন্য পতিত হইয়াছে ॥৯৯॥

তীবরের ঔরসে তৈলকার নারীর গর্ভে পতিত লেট-জাতি জন্মে ; ইহারা দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, ইহাদিগকে দস্যুনামেও অভিহিত করা হয় ॥১০০॥

লেট পুরুষ হইতে তীবর কন্যার গর্ভে মান্ন, বন্ন, মাতর, ভড়, কোল এবং কলন্দর নামে ছয়জাতির উৎপত্তি হয় ॥১০১॥

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, জারজ দোষের জন্য পতিত ও সকলের অধম এবং অতি অশুচি (অস্পৃশ্য) চণ্ডাল জাতি জন্মে ।১০২।

তীবরের সহযোগে চণ্ডালিনীর গর্ভে চর্ম্মকার জন্মে ;

এবং চণ্ডালের ঔরসে চর্ম্মকার নারীর গর্ব্ভে মাংসচ্ছেদ নামে জাতির জন্ম হয়।১০৩।

মাংসচ্ছেদ রমণীর গর্ব্ভে তীবর পুরুষের ঔরসে কোঁচ জাতি জন্মগ্রহণ করে, এবং কোঁচ স্ত্রীর উদরে কৈবর্ত্তের ঔরসে কর্ত্তার (কাণ্ডার বা কাওরা) জাতির উৎপত্তি হয় ।১০৪।

লেটপুরুষ হইতে চণ্ডালকন্যার উদরে, দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন হাড়ি ও ডোম নামে দুইজাতি জন্ম গ্রহণ করে।১০৫

হাড়িকন্যার গর্ব্ভে চণ্ডালের ঔরসে দুষ্টপ্রকৃতি পাঁচটী বনচরজাতির উৎপত্তি হয়।১০৬।

গঙ্গাতীরে লেটপুরুষ হইতে তীবর কন্যার গর্ব্ভে গঙ্গাপুত্র জাতির জন্ম হয়।১০৭।

গঙ্গাপুত্রজাতীয়া কন্যার উদরে বেশধারী পুরুষের ঔরসে যুঙ্গা জাতির উৎপত্তি হয়।১০৮।

বৈশ্য পুরুষ হইতে তীবর কন্যার উদরে শুঁড়ি জাতি, এবং শুঁড়ি নারীর গর্ব্ভে বৈশ্যের ঔরসে পৌণ্ড্রক (পোঁদ) জাতি জন্মে।১০৯।

ক্ষত্রিয় পুরুষ আর করণ কন্যার সহযোগে রাজপুত জাতি, এবং রাজপুত রমণীর গর্ব্ভে করণ পুরুষের ঔরসে আগুরী জাতির জন্ম হয়।১১০।

ক্ষত্র হইতে বৈশ্যার গর্ব্ভে কৈবর্ত্ত জন্মে, এই কৈবর্ত্ত-

দিগের মধ্যে কতকগুলি কলিকালে তীবর সংসর্গে পতিত হইয়া, ধীবর নাম ধারণ করিয়াছে।১১১।

ধীবর পুরুষ ও তীবর কন্যার সহযোগে রজক জাতি জন্মে, এবং রজক রমণীর গর্ভে তীবরের ঔরসে কৌয়ালী জাতির জন্ম হয়।১১২।

নাপিতের পুরুষ আর গোপ কন্যার সংযোগে সর্ব্বস্বী জাতির উৎপত্তি হয়, আর ক্ষত্রবীর্য্যে সর্ব্বস্বী নারীতে অতি বলবান মৃগ-হিংসাকারী ব্যাধ জাতি জন্মে।১১৩।

তীবর ঔরসে শুঁড়ি কন্যার উদরে যে সাত জাতির জন্ম হয়, তাহারা সকলেই কলিযুগে হাড়ির সংসর্গে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।১১৪

ঋষিবীর্য্যে ব্রাহ্মণীর উদরে ঋতুর প্রথমদিনে কুৎসিত উদরে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে সন্তান কূদর জাতি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের অশৌচ ব্রাহ্মণের ন্যায়— ইহারা ঋতুদোষে পতিত; বিশেষতঃ কোটক জাতির সংসর্গে পৃথিবীতে অতি অধম বলিয়া ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছে। ১১৫।১১৬।

ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যে বৈশ্যার উদরে ঋতুর প্রথমদিনে মহাবলবান ধনুকধারী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তাহাকে দস্যুবৃত্তি করিতে দেখিয়া, তাহার পিতা নিবারণ করায়,

সে পিতার বাক্য অবহেলা করিয়াছিল বলিয়া, সেই পুত্র বাগ্‌তীত (বাগ্‌দী) বলিয়া বিখ্যাত হইল ।১১৭।১১৮।

ক্ষত্রবীর্য্যে শূদ্রানারীর উদরে ঋতু-দোষ জন্য কতক-গুলি ম্লেচ্ছ সন্তান জন্মে, ইহারা ক্রূরকর্ম্মাচারী, কর্ণবিদ্ধ-হীন, শৌচাচার বিহীন ও ধর্ম্মবর্জ্জিত দুষ্ট প্রকৃতি ।১১৯।১২০।

ম্লেচ্ছ পুরুষের ঔরসে কুবিন্দ (তাঁতি) কন্যার গর্ব্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়। আর জোলার পুরুষে কুবিন্দ (তাঁতি) কন্যাব সহযোগে শরাক জাতি জন্ম গ্রহণ করে ।১২১॥

হে দ্বিজ! এইপ্রকার বর্ণসঙ্কর (জারজ) দোষে বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হয়; কিন্তু, সকলের নাম বা সংখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে ।১২২॥

স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সংযোগে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে বৈদ্য জাতির জন্ম হয়; এবং বৈদ্যজাতি পুরুষের ঔরসে শূদ্রানারীর গর্ব্ভে বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, ইহারা সকলেই গ্রাম্য গুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি পরায়ণ। তৎপর তাহাদের ঔরসে শূদ্রানারী সকল যে, সকল সন্তান প্রসব করে, তাহারা সকলেই ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে বা ব্যেদে) নামে প্রসিদ্ধ ॥১২৩।১২৪॥

পাঠকগণ! এক্ষণে সকলেই উল্লিখিত গ্রন্থ সকলের প্রমাণ সমূহ ও বঙ্গানুবাদ একটু অনুধাবন করিয়া

দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা কখনই এক গ্রন্থকারের বা মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত নহে। এই সকল প্রমাণ অবশ্যই অন্য কোন স্বার্থান্ধ বিদ্বেষবুদ্ধি পরায়ণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। কারণ—

উক্ত জাতিমালা, জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর পুস্তক ———ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অনুবাদিত বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই,—উক্ত জাতিমালা প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও উক্ত জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং বঙ্গভাষায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী কোন্ কোন্ মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন?—নির্ব্বাচ্য। উক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"পাঁচ সাত খানি মূল ও অনুবাদ গ্রন্থ অবলম্বনে এবং তিন চারি জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া, এই মহাপুরাণ সম্পাদিত হইল।"

ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত মূল সংস্কৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বিজ্ঞপ্তিঃতে লিখিয়াছেন যে—

"তদস্মাভিরতিযত্নতো দূরতোঽদূরতশ্চ সমাহৃতানি মুদ্রিতমেকমমুদ্রিতানি চ পঞ্চ পুস্তকান্যালোক্য কৃতপাঠাদি-বিবেকং সমুদ্রিতমিদং পুরাণং সতাং প্রীতয়ে ভূয়াদিত্যসক্-দর্থয়ামহে। অস্য চ সংশোধনাদিস্বস্মাভিরতিশ্রমপূর্ব্বকং যথামতি প্রযত্নো বিহিতঃ।"

এখন, বিজ্ঞজন মণ্ডলীই ইহার প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া সুবিচার পূর্ব্বক দেখুন যে "পাঁচখানি পুস্তক দৃষ্টে যথা বিহিত যত্নের সহিত সংশোধন করতঃ মূল সংস্কৃত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া, উক্ত তর্করত্ন মহাশয় বিজ্ঞাপন করিয়াছেন!" এবং বেদান্তবাগীশ মহা-শয়ও পাঁচ সাত খানি (গণনায় অনির্দ্দিষ্ট) মূল ও অনুবাদ গ্রন্থ অবলম্বনে এবং তিন চারি জন (এখানেও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অভাব) শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া বঙ্গভাষায় সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন—কিন্তু, প্রমাণের মান বজায় নাই কেন? অপ্রমাণ প্রমাণ হইয়া মানীর মান নষ্ট করতঃ সপ্রমাণে প্রমাণই বা দিতেছে কেন? তাই বলি, কোন্ কোন্ মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক এই সকল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রচিত হইয়াছিল?—এক এক পুরাণের প্রমাণ এক এক রকম। উক্ত জাতিমালার লিখিত প্রমাণ—জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্করের উল্লিখিত প্রমাণে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় (২৫); কিন্তু, উক্ত পুস্তক সকলে

(২৫) ৪২—৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগৃহীত বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদও ঐ সকল প্রমাণের অনৈক্য--বিষম কল্পনা। আবার, দ্বিজ গয়ারাম মহোদয় কোন্ মূল গ্রন্থ অবলম্বনে যে, উক্ত পদ্যটী (২৬) রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন; কেননা—উক্ত, কোন গ্রন্থেরই প্রমাণ সহ ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না। তবে, আমাদের বিবেচনায় উপরিউক্ত গ্রন্থ সকলের মূল রচয়িতা, এই দ্বিজ গয়ারাম মহোদয়ের পদ্যানুবাদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মূল রচয়িতা নহে।

বল্লালচরিত পাঠে জানা যায় যে, বল্লালচরিত অন্য এক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে সংগৃহীত। কেন না, বল্লাল-চরিতের লিখক মহাশয় বল্লালচরিতের ভূমিকায় (।৶০) পৃঃ লিখিয়াছেন –

"—সঙ্কর-জাতিদিগের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া নির্ণয়-বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর হইতে প্রায় সম্পূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং জাতিমালা হইতে কোন কোন সঙ্কর জাতির আধুনিক প্রচলিত নাম সংগৃহীত হইয়াছে।" কিন্তু, আমরা দেখিতে পাই যে, এই বল্লাল-চরিতের শ্লোক, অন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সঙ্গে এবং জাতি-কৌমুদী ও জাতিসঙ্কর পুস্তকের সঙ্গেও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

---

(২৬) ৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

ইহাতে বোধ হয়, বল্লালচরিতের শ্লোক, যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও অন্য কোন একজন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হওয়াই সম্ভব। সুতরাং ইহার বচনাবলী কাহারও হিত বা অহিত সাধনে প্রমাণ হইতে পারে না।

ভট্টপল্লী নিবাসী তর্করত্ন মহাশয়ের মূল সংস্কৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (এই পুস্তকের ৪৫ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠার শ্লোক দেখুন) মাল, মল্ল শব্দের কোনও উল্লেখ দেখিতেই পাওয়া যায় না। এখন, পাঠকবর্গ সকলেই সুবিচার পূর্ব্বক দেখুন—"উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।" যাহা মূলসংস্কৃত গ্রন্থে নাই, তাহাই বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। ঐ সকল বঙ্গানুবাদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মূলগ্রন্থ ও জাতিমালা সম্বন্ধীয় পুস্তক সকলের মূল প্রমাণ (যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে লিখিত বলিয়া উক্ত) কখনও সেই সর্ব্বজ্ঞ বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রণীত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহর্ষি বেদব্যাসের প্রণীত তাহাতে দোষ কি? দোষ এই—মহর্ষি বেদব্যাস যে মনুসংহিতা বা বেদার্থ অবগত ছিলেন না, তাহাই প্রত্যক্ষ অনুমান হয়।

জাতিমালা, জাতিকৌমুদী ও জাতিসঙ্কর এবং বঙ্গানুবাদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে যাহা লিখিত হইয়াছে; (যাহা এই

পুস্তকের ৪২, ৪৩, ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত) তাহাতে উল্লেখ আছে যে, "লেট পুরুষ হইতে তীবর কন্যায় মাল, মল্ল, মাতব (মাতর), ভড়, কোল (কোড়) ও কলন্দর (কলন্দ) এই ছয়জাতি জন্মে।" আবার তৎপরেই উল্লেখ আছে—লেট-পুরুষ হইতে তীবর কন্যায় গঙ্গাপুত্র নামে জাতি জন্মে। একপিতা ও একমাতা হইতে কিপ্রকারে এইরূপ বিভিন্ন জাতির সৃজন সম্ভব হইতে পারে ?—বিবেচনীয়। এইরূপ শ্লোক মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত সম্পূর্ণ ই অসম্ভব।

যে সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব মহাভারতে বণিকদিগকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহাদিগকে শূদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে ?—অবিশ্বস্ত।

আর কৌয়ালা, আগুরী, যুঙ্গী ও জোলা প্রভৃতি শব্দ কোন বিদ্বেষবুদ্ধিপরায়ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন, জগৎপূজ্য ত্রিকালদর্শী ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের লেখনীতে ই সকল অপভাষার সমাগম কখনও হইতে পারে না। কোন আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থেও এইরূপ গ্রাম্য-অপভাষার প্রবেশ লাভ বা সমাবেশ দেখা যায় না। জোলা শব্দে মুসলমান তাঁতিগণকে বুঝায়। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানগণ অনেক তন্তুবায়কে বল পূর্ব্বক জাত্যন্তর করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করাইয়াছিলেন ; এই সকল জাত্যন্তরিত

তন্তুবায়গণকে যাবনিক ভাষায় জোলা বা জুলাহা বলে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যে, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত নহে এবং ইহার রচনাও যে, আধুনিক—উক্ত গ্রন্থের বিবৃত বিষয়ই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়, মনুসংহিতা অনুবাদকালে একস্থানে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে সুবর্ণ ও গন্ধবণিককে শূদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়, ইহাতে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হয়—কিন্তু উভয় পুরাণান্তর্গত ঐ সকল বচনের পরস্পর বিভিন্নতা ও অনৈক্য তথা অনুলোম বিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয়। একের মধ্যে কায়স্থ নিন্দিত, অপরে অম্বষ্ঠ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত, পরন্তু উক্ত বচন সমূহের রচনাও আধুনিক বোধ হয়; ইহাতে তাহা মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রণীত বলিয়া কদাপি বিশ্বাস যোগ্য নহে। অতএব অনুভূত হইতেছে যে, এ প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার বা বিদ্বেষমূলক বচন সকল কৃত্রিম।"

মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্বন্ধে—তদীয় কৃষ্ণচরিত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই——

"মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটী শ্লোক আছে—

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য সংযুতং॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশ সাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

অর্থাৎ—যে পুরাণে রথন্তরকল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য সংযোগ কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন, এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহ চরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাংশ যুক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না; নারায়ণনামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে (ইহাতে) রথন্তর কল্পের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহচরিতেরও প্রসঙ্গ মাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ।" মহামতি উইলসন সাহেবও বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"প্রাচীন পুরাণ নাই, বর্ত্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়।" এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণেও উক্ত আছে—

কথিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমষ্টাদশ সহস্রকম্।

(চতুরধিক শততমোঽধ্যায়)

অর্থাৎ—কথিত আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আঠার হাজার শ্লোক।

উক্ত ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তদীয় সম্পাদিত মূলসংস্কৃত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মকমিদং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমিতি শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ কথিতং, সম্প্রতিগণনয়া পুনরত্র একবিং-শতিসহস্র শ্লোকা লভ্যন্তেতত্রি সহস্র শ্লোকা অত্র প্রক্ষিপ্তা ইত্যকামেনাপি বাচ্যমিতঃ সপ্তবিংশতিশ্লোকাঃ প্রক্ষিপ্তান্তর্গতা এব।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আঠার হাজার শ্লোক। সম্প্রতি, গণনায় একুশ হাজার শ্লোক পাওয়া গেল; অতএব ইহাতে তিন হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত——। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত——স্বার্থান্ধ বিদ্বেষ বুদ্ধি পরায়ণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভ্রম, কুসংস্কার বা বিদ্বেষমুলক কৃত্রিম বচন পূর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দোহাই দিয়া, সাধারণ অভিধান সঙ্কলনকারী মহাশয়গণ এবং অন্যান্য গ্রন্থরচয়িতাও অনেক সম্প্রদায়কে এবং ঝাল-মালগণকেও "বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ" বলিয়া অযথা দোষারোপ করতঃ শব্দার্থ প্রকাশ

করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। যে ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) গণকে অন্য কোন পুরাণে "বর্ণসঙ্কর জাতি" বলিয়া বা ঝাল্‌-মাল শব্দের কোনও উল্লেখ করে নাই, এবং পূর্ব্বোক্ত মূল সংস্কৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও ঝাল-মাল শব্দের কোন উল্লেখ নাই—অন্য কোন সংহিতায়ও "বর্ণসঙ্কর" বলিয়া ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) শব্দের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না——সমস্ত পুরাণ ও সমস্ত সংহিতা-শ্রেষ্ঠ মনুসংহিতায় মহর্ষি মনু যে, ঝাল-মালগণকে আর্য্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন, ইহাই অখণ্ডনীয় ধ্রুব বাক্য।

১৩১৭ সনের বৈশাখ মাসের পঞ্চমভাগ প্রথম সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক মাসিক সংবাদপত্রে "বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্নতত্বও ইতিহাস" প্রবন্ধে "ঝাল-মাল" সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহা এই—

"—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য ও দ্রাবিড় (Aryans & Dravians) দুইটী সংজ্ঞা স্থির করিয়া, ভারতের জাতি সমূহকে বিভক্ত করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আর্য্য জাতির সহিত দ্রাবিড় জাতির কোনই সম্বন্ধ নাই। দুই জাতি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোনই জাতি ছিল না, যদি থাকে তাহারা খাঁটি অনার্য্য, এবং তাহারাই শূদ্র।

যদি কেহ বলেন শূদ্র ও দ্রাবিড় আর্য্য জাতির শাখা বা তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাঁহাদের অনুমোদনীয় হইবে না। শূদ্র যে, আর্য্যজাতির শাখা তাহা প্রাচীন-কালের গ্রন্থ ও প্রাচীন আর্য্য সমাজ গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে যে না পারাযায়, এমন নহে। আর দ্রাবিড় যে, আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন ইহাও আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা গর্ভজ সন্তান দেশ বিশেষে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অন্য একস্থলে লিখিত আছে—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খস প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সংস্কার ও যজনাধ্যাপনাভাবে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, আমরা দেখিতেছি যে, দ্রাবিড় জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষত্রিয়েরা যে আর্য্য, তাহা বোধ

হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যদি ভারতের কোন জাতি দ্রাবিড়ই হয়, তাহা হইলে, আমাদের প্রাচীন পণ্ডিত-গণের মতে তাহারা আর্য্যবংশোদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু নব্য পণ্ডিতগণের মতে তাহারাও আর্য্যবংশোদ্ভব হইতেই পারে না, অধিকন্তু এদেশেরই লোক নহে। হয় মিসর, না হয় অন্য কোন একটা দেশ হইতে এদেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, সেই দ্রাবিড় বা ঝল্ল—মল্লগণ আজিও ঝাল, মাল আখ্যা ধারণ করিয়া আপনাদিগকে রাজবংশী বা ক্ষত্রিয়োদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যদি নিতান্তই ঝাল—মালর বংশধর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও যে, আর্য্যবংশোদ্ভব, তাহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে। নতুবা আমরা আর্য্য সন্তান বলিয়া জগতে গৌরব করিব কি লইয়া ? বাঙ্গালী জাতির আদি পুরুষ দ্রাবিড় হউন অথবা বিশ্বামিত্রের দস্যু সন্তান বা বলিরাজার পুত্র হউন, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মতে যে, তিনি আর্য্য বংশোদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

অতএব ইহাতে স্থির হইল যে, ঝাল-মালগণ কখনও অন্ত্যজ বা বর্ণসঙ্কর জাতি নহে, ইঁহারা আর্য্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ প্রসঙ্গ।

ব্রাত্য—নিন্দনীয় নহে।

"ব্রাত্য" কাহাকে বলে? ইহার উত্তর যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও বিশেষরূপে জানিবার জন্য মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায় হইতে ক্রমে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতিবিনির্দ্দিশেৎ ॥২০॥
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥২১॥
ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥২২॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃস্বাত্বত এব চ ॥২৩॥

দ্বিজাতিরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তানদিগকে "ব্রাত্য" বলে। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, ইঁহাদিগকে

দেশ বিশেষে (২৭) ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, ও শৈখ বলে। আর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা দেশ বিশেষে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামে অভিহিত। এবং ব্রাত্য-বৈশ্য পুরুষ হইতে সবর্ণা গর্ভজ সন্তান দেশবিশেষে সুধন্বাচার্য্য, কারূষ, বিজন্ম, মৈত্র এবং সাত্বত আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

যাহারা ব্রাত্য সম্প্রদায়কে বা ব্রাত্যগণকে শূদ্র বা অন্য কোন অন্ত্যজ, বর্ণসঙ্কর (জারজ) মনে করিতেন বা করেন, বোধহয় উক্ত মনুসংহিতার প্রমাণে তাহাদের সে ভ্রম দূর করিতে সমর্থ হইবেন এবং আরও বিশেষ রূপে অবগত হইবার জন্য, নিম্নে কতিপয় শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে—

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদ মালবাঃ। ব্রাত্যা-দ্বিজা—।"ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"সৌরাষ্ট্রাদি দেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়ন রহিতা ভবিষ্যন্তি—" শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায়ও লিখিয়াছেন "সৌরাষ্ট্রাদি দেশ বর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা

(২৭) ন চ পর্য্যায়শব্দা দেশভেদেন প্রসিদ্ধ প্রয়োগভেদাঃ।।

(মেধাতিথি)।।

উপনয়নাদি সংস্কার রহিতা—” টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন; “সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূরাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যাসংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জলধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।”

উক্ত শ্লোকে ও টীকায় যে, “ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া—” ইত্যাদি উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ এই,— উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শ্রাদ্ধীয়-মন্ত্রব্যতিরেকে অন্য কোন বেদ পাঠ করিতে পারে না। কারণ, ইঁহারা উপনীত হইয়া বেদাধ্যায়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম ধারণ না করিলে শূদ্রের ন্যায় থাকেন। যথা—

নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্মস্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণহিসমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥

(মনুসংহিতা)

বিষ্ণু সংহিতায়ও উল্লেখ আছে—

প্রাঙ্ মৌঞ্জীবন্ধনাদ্ দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি।

উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজগণ শূদ্রতুল্য থাকে। কিন্তু, শূদ্রপ্রায় বলাতে যে, ব্রাত্যগণ শূদ্র হইয়া যায় তাহা নহে। ব্রাত্যগণ যে, দ্বিজোৎপন্ন ও উপনীত হইতে পারে তাহারই প্রকাশনীয় অর্থ। কেন না,—

ব্রাত্যা মুলাঃ দ্বিজাঃ স্বজাত্যুক্তা ক্রিয়ালোপাদ্ বৃষলত্ব
প্রাপ্তিকথনাৎ।

খল্বিমে নূনমার্য্যান্তর্গতাস্সন্তীতি সন্তস্সম্ভাবয়ন্তি ।

অর্থাৎ—ব্রাত্যগণ মূলতঃ দ্বিজ, দ্বিজের উচিত ক্রিয়ার (উপনয়নাদির) লোপ হওয়ায়, শূদ্রের ন্যায় বলা হইয়াছে; কিন্তু শূদ্র নহে—প্রকৃতপক্ষে ব্রাত্যগণ দ্বিজ । যেমন, "পশুবন্নির্দ্দয়ঃ" অর্থাৎ নির্দ্দয়লোক পশুর ন্যায় বলিলে—নির্দ্দয়লোক পশুর ন্যায় চতুষ্পদ ও লেজবিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গ রোমাবৃত বুঝায় না—তদ্বৎ ।

উক্ত টীকাকারগণের মতে ব্রাত্য যে, শূদ্র নহে -দ্বিজ; তাহাই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত আছে—

সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ।

অর্থাৎ—নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন না হইলে, দ্বিজাতি মাত্রেই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হয়; এবং যে পর্য্যন্ত—ব্রাত্যস্তোম-যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত দ্বিজোচিত কার্য্যে অনধিকারী হয় । অতএব, অনুপবীত (উপবীত বিহীন) ব্রাত্য, ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্তের পর উপবীত ধারণ করিবে। বিষ্ণু সংহিতার ৮২ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—

দৈবে কর্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত ॥১॥ প্রযত্নাংপিত্রে পরীক্ষেত ॥২॥ হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩॥ বিকর্ম্ম-স্থাংশ্চ ॥৪॥ বৈড়ালব্রতিকান্ ॥৫॥ বৃথালিঙ্গিনঃ ॥৬॥ নক্ষত্র-জীবিনঃ ॥৭॥ দেবলকাংশ্চ ॥৮॥ চিকিৎসকান্ ॥৯॥ অনূঢ়া-

পুত্রান্ ॥১০॥ তৎপুত্রান্ ॥১১॥ বহুযাজিনঃ ॥১২॥ গ্রামযাজিনঃ ॥১৩॥ শূদ্রযাজিনঃ ॥১৪॥ অযাজ্যযাজিনঃ ॥১৫॥ ব্রাত্যান্ ॥১৬॥ তদ্‌যাজিনঃ ॥১৭॥ পর্ব্বকারান্ ॥১৮॥ সূচকান্ ॥১৯॥ ভৃতকাধ্যাপকান্ ॥২০॥ ভৃতকাধ্যাপিতান্ ॥২১॥ শূদ্রান্নপুষ্টান্ ॥২২॥ পতিতসংসর্গান্ ॥২৩॥ অনধীয়ানান ॥২৪॥ সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্ ॥২৫॥ রাজসেবকান্ ॥২৬॥ নগ্নান্ ॥২৭॥ পিত্রাবিবদমানান্ ॥২৮॥ পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি ॥২৯॥

অস্যার্থ—

দৈবকার্য্যে (হোমকার্য্যে অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করা যায়), ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না; কিন্তু, পিতৃকার্য্যে (পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে) যত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া লইবে। হীনাঙ্গ (কৃশ), অধিকাঙ্গ (অধিক মোটা শরীর বিশিষ্ট), অন্যায় কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতী (পরধনাভিলাষী, কপটী, ছলনাকারী এবং নিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়ালব্রতী বলে), বৃথাবেশধারী অর্থাৎ ভণ্ডব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রজীবী (গ্রহনক্ষত্রাদির গণনা দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে), দেবল (দেবাজীবস্তুদেবলঃ। যে ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থাৎ পূজারি ব্রাহ্মণ), চিকিৎসক (কবিরাজ বা ডাক্তার), অপরিণীতার পুত্র (যাহার মায়ের বিবাহ হয় নাই অর্থাৎ অবিবাহিতার পুত্র; যেমন কুন্তীর বিবাহের পূর্ব্বেই কর্ণের

জন্ম হয় এবং মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর বিবাহের পূর্ব্বেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হয় ইত্যাদি, এইরূপ পুত্রকে অনূঢ়া বা অবিবাহিতার পুত্র বলে), অপরিণীতা পুত্রের পুত্র (যেমন কর্ণের পুত্র বৃষকেতু এবং ব্যাসের পুত্র মহর্ষি শুকদেব ইত্যাদি), বহুযাজী (বহু শ্রেণীর পৌরোহিত্য কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ), গ্রামযাজী (গ্রামের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণী মিলিয়া দেব পূজাদি করিলে, যে সকল ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য কাজ করে ; যেমন—বাস্তুপূজা, চড়ক, বারোয়ারি কালীপূজা ইত্যাদির পুরোহিত ব্রাহ্মণ), শূদ্রযাজী (শূদ্রের পুরোহিত ব্রাহ্মণ), অযাজ্যযাজী (অন্ত্যজবর্ণসঙ্কর যাজক ব্রাহ্মণ), ব্রাত্য (উপবীত বিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য), ব্রাত্যযাজী (উপবীত বিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পুরোহিত), পর্ব্বকার (পর্ব্বদিনের নিষেধ কর্ম্মকারী), সূচক (বেতনগ্রাহী শিক্ষক, কুপরামর্শদাতা, পরশ্রীকাতর, দুর্জ্জন, খল ইত্যাদি) ভৃতকাধ্যাপক (যিনি বেদাদি পাঠ করাইতে বেতন গ্রহণ করেন), যিনি বেতন দিয়া বেদাদি পাঠ করেন, শূদ্রান্নসেবী, পতিতসংসর্গী, বেদ অনধ্যায়ী, সন্ধ্যোপাসনাভ্রষ্ট, রাজ-ভৃত্য. উলঙ্গ, পিতার সহিত বিরোধকারী, এবং পিতা, মাতা, গুরু, অগ্নি ও বেদত্যাগীদিগকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রাত্যগণও উপরোক্ত

অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় দৈবকার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকারী—শূদ্রের ন্যায় অনধিকারী নহে।

ব্যাস সংহিতায় উল্লেখ আছে—

বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যঃ স্তোমমর্হতি।

দ্বিজাতিগণের উপনয়নকাল-অতীত হইলে, বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়া "ব্রাত্য" নামে অভিহিত হওয়ায়, ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ বেদ-পাঠ ও উপনয়নের অধিকারী হইবেক।

শঙ্খসংহিতায় উল্লেখ আছে যে—

বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ॥

(২ অঃ ৮ শ্লোক)

যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কার না হইলে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ সাবিত্রী পতিত ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়, এবং ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য গায়ত্রীজপাদি কার্য্যে অধিকার থাকে না। বসিষ্ঠসংহিতায় উক্ত আছে,—

আ ষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কাল আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্যা চতুর্ব্বিংশাদ্‌বৈশ্যস্যাত উর্দ্ধংপতিত সাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈভির্ব্বিবাহয়েষুঃ। পতিত সাবিত্রীকউদ্দালক ব্রতং চরেৎ।——অশ্বমেধাবভৃথং গচ্ছেদ্‌ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেৎ। (১১ অধ্যায়)।

ইহার অর্থ এই——ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর, বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহার পর অনুপনীত থাকিলে তাহাকে পতিত সাবিত্রীক বলা যায়। পতিত সাবিত্রীকগণ যে পর্য্যন্ত "উদ্দালকব্রত" না করে. সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, এবং তাহাদের সহিত বিবাহ দিবে না। "উদ্দালকব্রত" না করিলে কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান (যজ্ঞান্তোহ্-বভৃথঃ অর্থাৎ যজ্ঞান্তে স্নানের নাম অবভৃথ স্নান) করিবে। অথবা, ব্রাত্যস্তোম যাগ করিয়া, প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে।

উপরিউক্ত টীকাকারগণ ও সংহিতা প্রণেতা মহর্ষিগণ, কেহই ব্রাত্যগণকে দ্বিজাতি ভিন্ন——অন্ত্যজ, বর্ণসঙ্কর (জারজ) বা শূদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; এবং ব্রাত্যভাবাপন্ন দ্বিজগণ যে, আবার ব্রাত্যস্তোমাদি যাগ করিয়া, উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে, তাহারও যথোচিত বিধিব্যবস্থা দিয়াছেন। বোধ হয়, এখন আর কাহারও মনে এমন ভাবের উদয় হইবে না যে, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ঝাল-মালগণ দ্বিজ নহে, বা ব্রাত্যস্তোমাদি করিয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারিবে না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, হিন্দু ধর্ম্মের মূলভিত্তি ও ভারতের একমাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থই "বেদ"। ব্রাত্যগণ নিন্দনীয় না পূজনীয় এতদ্‌সম্বন্ধে বেদে যাহা উল্লেখ আছে—সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য, তাহার (বেদের) কতিপয় মত উদ্ধৃত করা হইল (২৮), যথা——

(২৮) বহুদিন হইল, স্বজাতিবৎসল আমার প্রিয় সুহৃদ সেরপুর নিবাসী পরলোকগত উকীল ঝল্ল (ঝাল) বংশীয় ৺শিবনাথ দাস (ঝল্ল-বর্ম্মণঃ) মহাশয় আমার প্রার্থনামতে অত্রবিষয়টী "বিশ্বকোষ" নামক অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন, এবং তিনি অনবকাশ বিধায় তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন বলিয়া ভুলত্রুটী সংশোধনের জন্য চিঠি লিখিয়া আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু, আমার নিকট উক্ত "বিশ্বকোষ" না থাকায় ও ব্যস্ততায় হাতের লেখা বেদের প্রমাণ সমূহ সকল স্থানে পাঠের সুবিধা না হওয়াতে; বোধ হয়, এই বিষয়ে অনেক ভুলত্রুটী হওয়ার নিশ্চিত সম্ভব। আশাকরি সহৃদয় পাঠকগণ ও বিশ্বকোষের অধ্যক্ষগণ সহৃদয়তাগুণে ক্ষমা করিবেন। এবং যে যে স্থানে ভুল বা পাঠান্তর দৃষ্ট হইবে, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ আমাকে জানান তবে, বারান্তরে সংশোধনের চেষ্টা করিব ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। কিমধিক নিবেদনমিতিঃ।

নিবেদক—

গ্রন্থকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্ল বর্ম্মণঃ

ছত্রপুর—ময়মনসিংহ।

এক সময়ে সাবিত্রী সংস্কার বা উপনয়ন হীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচীত ছিলেন। কিন্তু, অথর্ব্ব বেদের (১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১) মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুকল্প। ইহাদের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভুত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রী পতিত উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্য নামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ার অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহার যোগ্যও নহে, ইহাই একশ্রেণীর শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু, অথর্ব্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্য-মহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয় ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতির পূজ্য ; অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগত ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে, তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন ; সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত

ব্রাত্য বাচ্য বিষয়ে ধর্ম্ম-সংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য সকল বৈদিক পুরুষ সূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিং সুবর্ণমাত্মন্ন পশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললাম অভবৎ, তন্মহদভবৎ—
তজ্জ্যেষ্ঠম ভবৎ, তদ ব্রহ্মাভবৎ, তৎতপোঽভবৎ,
তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়।
স দেবানামীশাং পর্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরা দত্ত ত দেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।
নীলে নৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণতি লোহিতেন
দ্বিষন্তং বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)
স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীংদিশ মনুব্যহচলৎ।১।
তং বৃহর্চ্চরথন্তর চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যহচলন্।২।
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্য
আ বৃশ্চতে য এব বিত্বাং সংব্রাত্যমুপাদতি।৩।

* * * * * * *

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায়-

সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্যপুরুষই যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা——

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ
পিতামহশ্চাপশ্চ শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বা নু ব্যহকর্ত্তয়ণ্ডঃ।"

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্য-পুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে।

* * * *

ঋগ্বেদের পুরুষ মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য-মহিমার সূক্ত একপ্রকার ও একভাববিশিষ্ট। অথর্ব্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায়সূক্তে যেরূপভাবে ব্রাত্য মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান ব্রত কর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে "ব্রাত্য" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অতিথিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা——

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাংরাত্রিমতিথি গৃহে বসতি যে, পৃথিব্যাং পুণ্যালোকাস্তানেব তেনাবরুদ্ধে।
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোদ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথি গৃহে বসতি যেহন্তরীক্ষে পুণ্যালোকাস্তানেব তেনা বরুদ্ধে।" ইত্যাদি।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুবিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় (১৩১৩, বৈশাখ) "ভারতি" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই,—"অথর্ব্ববেদে ব্রাত্যের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ব সংহিতার পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে লিখিত আছে,—

যে গৃহস্থের বাড়ীতে বিদ্বান্ ব্রাত্য একরাত্রিও বাস করেন, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব লাভ করেন; যাহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য দুইরাত্রি বাস করেন, তিনি অন্তরীক্ষ লোকের অধিপতি হন; যাহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য তিনরাত্রি বাস করেন, তিনি স্বর্গের অধীশ্বরত্ব লাভ করেন—ইত্যাদি।" এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্য প্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক।

* * * * *

এতদ্ব্যতিত সামবেদীয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক বাচ্য বিষয় দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া, এই মর্ত্ত্যলোকেই পরিভ্রমন করেন. ইঁহারাই "ব্রাত্য" নামে অভিহিত হইতেন। অবশেষে ইঁহারা স্বর্গ-গমনেচ্ছু হইয়া, ভ্রমন করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশ দ্বারে

উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন; কিন্তু ইঁহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না; সুতরাং ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইঁহাদিগকে বেদ শিক্ষার ভার প্রদান করেন; মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ ছন্দে ষোড়শ উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইঁহারা স্বর্গে গমন করেন।"

ব্রাত্যের এইরূপ বহু প্রশংসা বেদে বর্ণিত আছে, স্থানাভাব বশতঃ আর উদ্ধৃত করা হইল না। এখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাত্যগণ বা ব্রাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কখনও কোনরূপ নিন্দনীয় নহে—বরং পূজনীয়। আর বেদ মতেও যে, ব্রাত্যগণ পুনরায় বেদাধ্যায়ী হইতে পারে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে পারে, তাহাও নিঃসন্দেহ অমোঘ বাক্য।

ইতিপূর্ব্বে সংহিতা সকল হইতে দেখান গিয়াছে যে, ব্রাত্যগণ কখনও দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বা জাতি নহে, এবং ব্রাত্যগণ ব্রাত্যস্তোমাদি করিয়া পুনশ্চ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে। বেদোক্ত প্রমাণেও প্রমাণিত হইতেছে, সংহিতার প্রমাণেও প্রমাণিত হইতেছে—অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ দেখা যাইতেছে না—বরং সর্ব্বতোভাবে এক বিধি;

তখন অবশ্যই আমাদের আলোচ্য ঝাল-মাল সম্প্রদায় ব্রাত্যস্তোমাদি যাগান্তে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে।

পঞ্চম প্রসঙ্গ।

বর্ণ—বৃত্তি ও উপাধি।

ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইল যে, গুণ ও কর্ম্মের বিভেদানুসারেই জাতি বা বর্ণ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহাতেই মানব মণ্ডলী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হয়; ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই বা ছিল না। এই চারিবর্ণ ব্যতীত পরে যে সব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই মিশ্রবর্ণ বা সঙ্কর জাতি।

চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথম বর্ণ, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়, বৈশ্য তৃতীয় এবং শূদ্র চতুর্থ বর্ণে স্থান পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতা ছিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ দেশরক্ষা রাজ্যপালন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন,—বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য, পশু পালন ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে রত থাকিতেন, [illegible]ং শূদ্রগণ উল্লিখিত দ্বিজাতিত্রয়ের সেবা (দাস্যতা ও শি[illegible]কর্ম্মাদি করিতেন। মহামতি মনু উল্লেখ করিয়াছেন যে,——

অধ্যাপনমধ্যায়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেবচ।
বিষয়েস্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ছয়প্রকার কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বৃত্তি। প্রজাপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, নৃত্যগীত ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষি-কর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাই শূদ্রের বৃত্তি। এবং ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে, "শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য—" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৃত্তির জন্য অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিবে। আর ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঝাল-মালগণ সম্বন্ধেও স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে,—

ঝল্লা-মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।

পিতা মাতার নাম নির্দ্দেশ করতঃ ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) গণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া, যেমন দ্বিতীয় বর্ণে স্থান দিয়াছেন, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অস্ত্রশস্ত্র বলিয়া তেমনই সুস্পষ্টভাবে ঝাল-

মালগণের শস্ত্র বৃত্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্রি সংহিতায় উক্ত আছে—ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন এই তিনটী তপস্যা; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, যাজন এই তিনটী জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী কার্য্য—তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন এই তিনটী তপস্যা; আর অস্ত্র ব্যবহার ও প্রাণীরক্ষা (বিপদে পতিত শরণাগতের রক্ষা এবং প্রজা পালন) এই দুইটী জীবিকা। বৈশ্যের সাতটী কার্য্য—যজন, দান ও অধ্যয়ন এই তিনটী তপস্যা; আর কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা ও কুসীদ (সুদ লওয়া) এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ সেবা তপস্যা: আর শিল্প-কার্য্য জীবিকা।

যদি সত্যের অনুরোধে বর্ত্তমান বর্ণ সমূহের (ব্রাহ্মণাদি জাতি সকলের) আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে বোধহয় কেহই বলিতে সক্ষম হইবেন না যে, শাস্ত্রানুযায়ী বিধিমতে সকল বর্ণই নিয়োজিত আছে। বিধিমতেই দেখা গেল যে,—ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মা, ক্ষত্রিয় পঞ্চকর্ম্মা, বৈশ্য সপ্তকর্ম্মা এবং শূদ্র দ্বিকর্ম্মাবিশিষ্ট। কিন্তু, এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দ্বিকর্ম্মা, সপ্তকর্ম্মা, পঞ্চকর্ম্মা এবং ষট্-কর্ম্মার স্থলে সকলেই বাইশকর্ম্মা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছেন। যখন কোন বর্ণই বর্ত্তমানে শাস্ত্রোল্লিখিত উক্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত নহে, তখন নব্য পণ্ডিত বিশেষের স্বকপোল-

কল্পিত ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত প্রমাণ মতে সকলেই বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইতে পারে ; যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম বেস্থা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ (২৯)॥
(মনুসংহিতা)

ব্যভিচার, সগোত্রাদি অবিবাহ্যা স্ত্রী বিবাহে এবং স্বকর্ম্ম-ত্যাগে বর্ণ সঙ্কর জাতিভাবাপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।"

স্ত্রী দুষ্টা হইলেই বর্ণসঙ্কর (জারজ) সন্তান উৎপন্ন হয়। এস্থলে বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে, দুষ্টা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত বর্ণসঙ্কর (জারজ) সন্তানের ন্যায় হইবে, ভগবান্ মনু কখনও এইরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। ব্যভিচার (জারজ) জন্য বর্ণসঙ্কর যেরূপ সকলের নিকটেই নিন্দনীয় বা ঘৃণিত, স্বকর্ম্মত্যাগী কখনও সেরূপ নিন্দনীয় বা ঘৃণিত নহে। স্বকর্ম্মত্যাগী যে, বর্ণসঙ্কর (জারজ) হইতে অপকৃষ্ট বা অমাননীয় অথবা সমান, তাহা কখনও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কেহ কেহ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ঝাল-মালগণকে এবং অন্যান্য ব্রাত্য ভাবাপন্ন

(২৯) ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ঝাল-মাল বান্ধব, ১ম বর্ষ—৮ম, ৯ম, ১০ম সংখ্যায় "চাতুর্ব্বর্ণ্য ও বর্ণসঙ্কর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগণকে—"স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন—" ইত্যাদি কথার দোহাই দিয়া বর্ণসঙ্কর বলিতে কুণ্ঠিত নহে; তাই উক্ত মনুসংহিতা হইতে ও তৎসহ অপর একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্য কর্ম্মিণং।
সম্প্রধার্য্য'ব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

অস্য মর্ম্মার্থে যথা—অনার্য্য যদি আর্য্য-কর্ম্ম করে এবং আর্য্যগণও যদি অনার্য্যগণের কর্ম্ম করে, তবে উভয়ে সমান নয়। অনার্য্যগণ আর্য্যগণের কর্ম্ম করিলেও আর্য্যগণের সমান হইতে পারে না, এবং আর্য্যগণও অনার্য্যের সমান হয় না। কারণ—নিন্দিত কাজে জাতিনাশ হয় না। অর্থাৎ শূদ্র কিংবা যে কোন অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের) কার্য্য করে এবং দ্বিজাতিগণ যদি শূদ্র কিংবা যে কোন অন্ত্যজ বর্ণসঙ্করের কার্য্য করে, তবে উভয়ে সমান নয়। শূদ্র কিংবা যে কোন অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলেও দ্বিজাতির সমান হইতে পারে না, এবং দ্বিজাতিগণও ইহাদের সমান হইতে পারে না, কেননা—নিন্দিত কাজে জাতিনাশ হয় না। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থায় স্বর্গীয় মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী তদীয় "বর্ত্তমান ভারত" নামক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন, "শিখাহীন টেড়িকাটা, অর্দ্ধ ইউরোপীয় বেশভুষা

আচারাদি সুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যে সম্যক বিশ্বাসী নহেন। আবার, ভারতবর্ষে যেথায় এই নবাগত ইউরোপী রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানু ক্রমাগত পৌরহিত্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণ যুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান্ হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরুহিত পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।—টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপন পুত্রদিগকে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন।" ইহাতে কি বর্ত্তমানে ঐ সকল ব্রাহ্মণের জাতিনাশ হইতেছে—না হইবে? অগ্নি পুরাণে উক্ত আছে——

আজীবন্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেনকর্ম্মণা।
ক্ষত্রবিৎ শূদ্রধর্ম্মেণ জীবন্নৈব ন শূদ্রবৎ॥

"শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা না চলিলে—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ হন না।" শাস্ত্রের যদি এইরূপ উদ্দেশ্যই থাকিত যে, স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলেও যা, ব্যভিচার বা অবিবাহ্যা স্ত্রী বিবাহেও তা—তবে বোধ হয়, পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়া ঘোর নরহত্যা জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতেন না,—দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকেও অস্ত্র শস্ত্রে

সজ্জিত ভীমবেশে, মানব ও তৎসঙ্গীয় হয় হস্তিবধার্থে শোণিত পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় সমর প্রাঙ্গণে দেখা যাইত না,—নরহত্যা পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহকারী মহাদস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকি নামে ব্রাহ্মণ্য আসনে সমাসীন থাকিতে পারিতেন না,—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শূকর পালক ও মৃত দাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না,—ঋষিশ্রেষ্ঠ জনক ও হলধর, হলধারণে ব্রতী হইতেন না,—শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ ও সারথি-কার্য্যে—নকুল ও সহদেব অশ্ব ও গো-চিকিৎসা কার্য্যে বিরাট-ভবনে বাস করিতেন না—ইত্যাদি। এইসব কার্য্য সমাধা করিয়াও কেহ কোনদিন জাত্যন্তরিত বা নিন্দনীয় হয় নাই। স্বকর্ম্মত্যাগে যে, বর্ণসঙ্কর আখ্যা প্রাপ্ত হইবে বা একেবারেই মনুষ্যাধম হইয়া যাইবে, শাস্ত্রের এমন উদ্দেশ্য নহে। ব্যভিচার জনিত সন্তানই যে, বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ দেখিতে গেলে, আজ কালও যে বর্ণেরই (জাতিরই) ব্যভিচার (জারজ) সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান আর সেই বর্ণে বা জাতিতে স্থান পায় না,—একেবারে জন্মের মত জাতি (শ্রেণী) হইতে বাহির হইয়া যায়। সঙ্কর জাতি সম্বন্ধে মনু ও বিষ্ণু বলিয়াছেন——

সঙ্করে জাতয়স্তেতাঃ পিতৃমাতৃ প্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

(মনু ১০ অধ্যায় ৪০ শ্লোক)

(বিষ্ণু ১৬ অধ্যায় ১৭ শ্লোক)

মর্ম্মার্থো যথা—বর্ণসঙ্কর বিষয়ে পিতামাতার নাম উল্লিখিত জাতি, পিতামাতার জাতিই প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের পিতা মাতার নাম জানা যায় না, এমন গোপনীয় বা প্রকাশিত মনুষ্যের কর্ম্ম দ্বারা জাতি-নির্ণয় জানিবে। ইহা দ্বারা স্থির হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বর্ণ সঙ্করাদি অন্ত্যজ জাতির সম্বন্ধে পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়া, যাহাকে যে জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা সেই জাতিতেই উল্লিখিত হইবে। কিন্তু, যাহাদের পিতামাতার নাম জানা যায় না (অপ্রকাশ), তাহাদের কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসা দ্বারা জাতির নির্ণয় করিতে হইবে, এবং ইহারাও সঙ্কর শ্রেণীভূক্ত। "স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন—" অর্থাৎ স্বকর্ম্ম (স্বধর্ম্ম বিহিত কার্য্য, ৫৪—১৫ পৃষ্ঠা দেখুন) ত্যাগ করিলে বর্ণসঙ্কর হয়, এই বলিয়া ব্রাত্যগণকে বা আলোচিত দ্বিতীয় বর্ণ বিবাহিতা সবর্ণা-গর্ব্ভজ ক্ষত্রিয় ঝাল-মালগণকে যাহারা বর্ণসঙ্কর নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন বা করেন—বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহে তাহাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইবে। কারণ, তাহারা ইহাও জানিয়াছেন যে, ব্রাত্যগণ বা আলোচিত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ঝাল-

মালগণের পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াই, ভগবান্ মনু তদীয় সংহিতায় জাতি ও বৃত্তি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এবং কোন্ বর্ণের (জাতির বা শ্রেণীর) কোন্ উপাধি তাহাও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য পৈষ্য সংযুতং॥

(মনুসংহিতা)

ব্রাহ্মণের শর্ম্ম উপাধি, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম উপাধি, বৈশ্যের ভূতি এবং শূদ্রের দাস উপাধি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই শর্ম্ম (শর্ম্মা, শর্ম্মণঃ), ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্ম (বর্ম্মা বা বর্ম্মণঃ), বৈশ্যের ভূতি (গুপ্ত) এবং শূদ্রের দাস উপাধি লিখিতে ও বলিতে হইবেক অর্থাৎ ব্যবহার করিতে হইবেক। অতএব ব্রাত্যগণও যে শ্রেণীর ব্রাত্য— সেই শ্রেণীর উপাধিই ব্যবহার শাস্ত্র-বাক্য (৩০)। সেই জন্যই আমাদের আলোচ্য ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ঝল্ল-সম্প্রদায়ের "ঝাল বর্ম্মা বা ঝল্ল বর্ম্মণঃ" এবং মল্ল সম্প্রদায়ের "মালবর্ম্মা বা মল্লবর্ম্মণঃ" উপাধি শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থাপিত।

ইদানীং শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় লোকেই বলিয়া থাকে— এমন কি অনেক উপাধিধারী পণ্ডিত প্রমুখাৎও শুনা যায় যে,

(৩০) ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ঝাল-মাল বান্ধব; ১ম বর্ষ, ১—১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ঝাল-মালগণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়ই বটে—কিন্তু, মৎস্যের ব্যবসায় করায় জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এইসব লোক শাস্ত্রার্থ অবগত না হইয়াই, এইসকল অবাস্তব কথা বলিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে—

ব্যবসায় জাতি নষ্ট হয় না।

সমাজ-বিপ্লব, যুদ্ধ-বিপ্লব প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় অনেকেই স্বীয় আবাসভূমি পশ্চিম ভারত প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গভূমি প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস ভবন করিতে লাগিল (৩১)। যে সময় ক্ষত্রিয়গণ এই বঙ্গভূমি প্রভৃতি নিম্নপ্রদেশে বাস করিতে লাগিল, তখন এদেশের অধিকাংশ স্থান জলে পূর্ণ ছিল। জল প্লাবিত বা জলা ভূমিতে মৎস্যই সহজপ্রাপ্য ও স্বাধীন ব্যবসায় এবং ক্ষত্রিয় জাতি রজঃগুণ প্রধান সুতরাং রজঃগুণের কাজ মারণ প্রভৃতি ; ("ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা" ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারই নিত্য-কর্ম্ম অর্থাৎ কাটন মারণই স্বধর্ম্ম নিরুপিত কার্য্য ; কাটন মারণ ভিন্ন অস্ত্রে শস্ত্রে অন্য কোন কাজ হয় না) কাজেকাজেই রজঃগুণ

(৩১) ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ঝাল-মাল বান্ধব ১ম বর্ষ ৫।৬।৭ সংখ্যায় "বঙ্গে ক্ষত্রিয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রধান জাতি রজঃগুণ প্রধান ব্যবসায় মারণে লিপ্ত থাকাতে মৎস্য মারণ বিষয়েই মনোযোগী হইল। যখন ক্ষত্রিয় ঝল্ল-মল্ল (ঝাল-মাল) গণ ত্রিস্রৈষণা অর্থাৎ ত্রিস্র অর্থে তিন, এষণা অর্থে চেষ্টা বা অন্বেষণ ; ত্রিস্রৈষণা অর্থে— প্রাণরক্ষা, ধনোপার্জ্জন এবং ধর্ম্মোপার্জ্জন চেষ্টায় মৎস্য মারণ কার্য্যে ব্রতী হয়, তখন দেখিল যে, ইহা রজঃগুণের স্বধর্ম্ম নিয়ত ব্যবসা। যদি কেহ বলেন যে, মৎস্য মারণে বরং ধনোপার্জ্জন হইয়া প্রাণরক্ষা হইতে পারে ; কিন্তু, প্রাণীহত্যা জনিত পাপ না হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে ?—ইহার উত্তর এই,—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় জাতি রজঃগুণ প্রধান, কাজেই কাটন মারণ স্বধর্ম্ম। এবং এই স্বধর্ম্মরক্ষারজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা--"অন্যের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য অপেক্ষা, নিজধর্ম্মের নিকৃষ্ট কার্য্যও শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্ম্মে অর্থাৎ স্বগুণানুযায়ী কর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, তথাপি অন্যের আচরিত ধর্ম্মকে অর্থাৎ অন্যের গুণানুযায়ী কর্ম্মকে ভয়াবহ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিবে।" এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই মহাভারতের মহাসমর বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। এখানে স্বধর্ম্ম

শব্দে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের গুণানুযায়ী কার্য্য; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বত্বগুণ, ক্ষত্রিয় রজঃগুণ, বৈশ্য তম-রজগুণ, শূদ্র তমগুণ বিশিষ্ট।" অতএব যখন ক্ষত্রিয় ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) সম্প্রদায় তিস্রৈষণা বাক্যের আশ্রয় গ্রহণে মৎস্য মারণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন তাঁহারা আরও দেখিতে পাইল যে, কি লৌকিক কি পারলৌকিক সকল কার্য্যেই মৎস্য একটী মহোপকারী প্রয়োজনীয় জিনিষ। যে জিনিষ না হইলে, উদরের পরিপোষণ হয় না——যাহার অভাবে রসনার তৃপ্তিসাধন হয় না—যে জিনিষ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই সম-আদরনীয়—যে জিনিষ জীবিত, মৃত, পঁচা, শুক্না প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধক—যাহার কোন অবস্থায়ই অনাদর নাই—যে জিনিষ রোগে, শোকে, দুঃখে, ভুকে ব্যবহারের বিরাম নাই—যে জিনিষ মাঙ্গলিক উৎসবকার্য্যে সিন্দুর-বিন্দু পরিশোভিত হইয়া, উৎসবের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকে ও সর্ব্ববর্ণেরই সদা ব্যবহার্য্য—এবং এই স্বধর্ম্ম নিয়ত ব্যবসায় কোন দোষ হইতে পারে না।

মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে—

পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥

ইহার অর্থ এই—বোয়াল, রোহিত, রাজীব (বৃহৎ মৎস্য বিশেষ), সিংহতুণ্ড (সিংহের ন্যায় ঠোঁট বিশিষ্ট মাছ), এবং আঁইসবিশিষ্ট যাবতীয় মাছ, দৈবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে এবং প্রাণাত্যয়াদি স্থলে ভক্ষণ করিবে।" বিষ্ণু সংহিতায় বিষ্ণু বলিয়াছেন—

পাঠীন রোহিতরাজীবসিংহতুণ্ডশকুল বর্জ্জং
সর্ব্বমৎস্যমাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥

অস্যার্থ—বোয়াল, রোহিত, রাজীব, সিংহতুণ্ড এবং শোল্ মাছ ভিন্ন, অন্যমাছ খাইলে তিনদিন উপবাস করিবে। ইহা নিশ্চিত হওয়ায় উক্ত মৎস্য ভক্ষণ-বিধি নিরুপিত হইল। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন,

"—মৎস্যেম্বপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ।
তথাপাঠীনরাজীবসশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।"

মৎস্যের মধ্যে সিংহাস্য, রোহিত, বোয়াল, রাজীব এবং আঁইস বিশিষ্ট মৎস্য দ্বিজগণের ভক্ষ্য। শঙ্খসংহিতায় উক্ত আছে—

পাঠীনরোহিতৌভক্ষ্যৌ মৎস্যেষু পরিকীর্ত্তিতৌ ॥

মৎসের মধ্যে বোয়াল ও রোহিত ভক্ষনীয়। মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"—নাভক্ষ্যাঃ—মৎস্যানাং বা বেহগবয়শিশুমারনক্র-কুলীরা বিকৃতরূপাঃ সর্পশীর্ষাশ্চ—"

অস্য মর্ম্মার্থো যথা—মৎস্য জাতীয়ের মধ্যে বেহ, গবয়, শিশুমার, নক্র, কুলীর ও বিকৃত আকার বিশিষ্ট সর্পের ন্যায় মৎস্য সকল অভক্ষনীয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—এতদ্‌-ভিন্ন অন্যান্য সকল মৎস্যই ভক্ষনীয় অর্থাৎ ভোজন করা যায়. ইহাই উক্ত হইল। উক্ত স্মৃত্যুক্ত বিধি অনুসারে মৎস্য, সকল বর্ণেরই (জাতিরই) আহারীয় জানিয়া—আহার করিতে দেখিয়া এবং স্বধর্ম্ম নিয়ত কার্য্য বলিয়া বঙ্গদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ এই মৎস্য মারণ কার্য্যে চেষ্টিত হয়। মহর্ষি পরাশর তদীয় সংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে— ষট্‌কর্ম্ম-নিরতো বিপ্রঃ কৃষি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

(পরাশর সংহিতা)

ষট্‌কর্ম্ম (৮০।৮১ পৃষ্ঠা দেখুন) নিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিবে বা করিতে পারিবে। ইহাতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে, তাহাতে (ইহাতে) কোন দোষ হইবে না। কিন্তু; মহর্ষি তৎপরেই আবার বলিয়াছেন——

সংবৎসরেণ যৎপাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদৈকাহেন লাঙ্গলী॥

মর্ম্মার্থো যথা—মৎস্যঘাতী এক বৎসর মৎস্য বধ করিয়া যে পাপকরে, লাঙ্গলী (ভূমিচাষকারী) লৌহমুখ কাষ্ঠদ্বারা একদিবসেই সেই পাপ করে। ইহাতে দেখা যায়, মৎস্যঘাতী

হইতে ভূমি চাষকারী ৩৬৫ গুণে অধিক পাপী। এখন দেখিতে হইবে—যে কৃষিকার্য্য না হইলে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেই কৃষিকার্য্যকারী মৎস্যঘাতী হইতে এত অধিক পাপী বলিয়া অভিহিত কেন? সম্ভবতঃ ইহার মূলতঃ কারণ এই—মাটীর নীচে যে সকল প্রাণী থাকে, লৌহমুখ কাষ্ঠদ্বারা সেই সকল প্রাণীর একেবারে প্রাণ বিনষ্ট না হইয়া, ক্ষত বিক্ষতাবস্থায় বহু যন্ত্রণাতে বহুদিনে প্রাণ নাশ হয়।

শাস্ত্রমতেই দেখা গেল যে, মৎস্যঘাতী অপেক্ষা লাঙ্গলী (কৃষিকার্য্যকারী) অধিক পাপী হইলেও, যখন ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই (জাতিই) কৃষিকার্য্য করিবার ব্যবস্থা আছে,—তখন, যে কোন বর্ণেরই (জাতিরই) মৎস্য মারণ ব্যবসা হেয় বা নিন্দিত অথবা জাতির কোন অনিষ্ট হইতে পারে না বা হইতে পারিবেও না। আবার পারলৌকিক সম্বন্ধেও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধেতু ষোড়ষম্।
পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত কামধেনু বচন)

ইহার অর্থ এই—"দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধে পক্কান্নের সহিত আমিষ (মৎস্য) দিবেক।" ইহাতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, ইহপরকালে

অর্থাৎ উভয় কালেই দ্বিজাতি সমাজে ও ইহকালে দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য সমাজে (শূদ্র, সঙ্করাদি সমাজে) অহরহ মৎস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে, যাহা সদাসর্ব্বদা ব্যবহারীয় তাহার ব্যবসায় কোন্ দোষ হইতে পারে না—আর বিশেষতঃ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহরণীয়, এবং রজঃগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় জাতির স্বধর্ম্ম নিয়ত। আবার ইহাও বিবেচনায় যে, যে মৎস্য শাস্ত্র-সিদ্ধ মতে খাওয়া যায়, তাহা বধ না করিয়া কি প্রকারে খাওয়া যাইতে পারে? অতএব যাহা আহারীয়, তাহা অবশ্যই হননীয়; যেমন, রাজাদের মৃগয়া। বোধহয় বর্ত্তমানে বঙ্গদেশীয় এমন কোনও জাতি বা ব্যক্তি নাই, যিনি মৎস্যভোজন বা মৎস্য বধ না করেন—থাকিলেও মুষ্টিমেয়। কেবল মৎস্যই বা কেন্, যে জাতি যে পশু বা পক্ষীর মাংস ভোজন করে, সেই জাতি সেই পশু বা পক্ষীও বধ করিয়া থাকে; ইহাতে তাহাদের কোন দোষ (নীচত্ব) বা জাতির কোন অনিষ্ট হইতে পারে না বা হইতেছে না। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে—যাহা আহার করিবে, তাহাই বধ করিবে; বিক্রয়ার্থে বা অন্য কারণে বধ করিলে দূষনীয় হয় বা হইতে হইবে। ইহার উত্তর এই, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদকঃ॥
(মনুসংহিতা, ৫ অঃ ৩৪ শ্লোক
(বিষ্ণুসংহিতা ৫১ অঃ ৬২ শ্লোক)

ইহার অর্থ এই যে, "বৃথা মাংসভোজীরা মরিয়া যে প্রকার দুঃখরাশি ভোগ করে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ধন-আশায় যাহারা বধকরে, তাহাদের পরলোকে তাদৃশ শাস্তি হয় না।" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, রজঃগুণ প্রধান কাটন মারণ ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়জাতিভিন্নও যেকোন বর্ণ বা জাতিই হউক না কেন, সকলেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ধন-আশায় মৎস্য, পশু, পক্ষী বধ করিতে পারে; কেননা, দৈব এবং পিতৃকার্য্য ও প্রাণাত্যয়াদি ব্যতীতও সর্ব্ববর্ণেই মৎস্য, মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এ স্থলে ভোজনকারী অপেক্ষা হত্যাকারী নিন্দনীয় হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ঘাতক অপেক্ষা খাদকই অধিক দূষিত,—কারণ, খাদ্যদ্রব্য না খাইলে অন্যকাজে তত আবশ্যক করে না--উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দেশে তন্তুবায় বা রজকের কি প্রয়োজন? বঙ্গদেশাগত ক্ষত্রিয়গণ দেখিলেন যে, বাঙ্গালার প্রায় সকল মনুষ্যই মৎস্য মাংস-ভোজী---তারপর স্বধর্ম্ম নিয়ত রজঃগুণ প্রধান ব্যবসা। পূর্ব্বকালেও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে মৎস্য মারণ দূষ্য ছিল না; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজেও অদূষ্য ছিল। ইহার জাজ্বল্যমান

প্রমাণ মহর্ষি ব্যাসদেব ও ক্ষত্রিয় কুল-ধুরন্ধর মহারাজ শান্তনু (৩২)। মহাভারতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে, তবু সাধারণের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ব্যাসদেব ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ব্ভজাত হইয়াও সমগ্র হিন্দু সমাজের পূজনীয়। হিন্দু সমাজের পুরাণ, ইতিহাস, ভাগবতাদি রচনা করিয়া, জগতে তিনি অমর হইয়া আছেন। তিনিই একত্রাবদ্ধ বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নাম ধারণ করেন। যদি তিনি ধীবর কন্যার গর্ব্ভজাত বলিয়া নীচ হইতেন, তবে হিন্দু সমাজের নেতা কর্ত্তা তাঁর চরণে গড়াগড়ি যাইতেন না। এবং ব্যাসদেবও শাস্ত্র প্রণয়নে অধিকারী হইতেন না। কেননা, দ্বিজাতি ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের শাস্ত্রপ্রণয়নে পূর্ব্বে অধিকার ছিল না; অধিক কি, পাঠ পর্য্যন্তও নিষেধ ছিল। আবার মহারাজ শান্তনু, সত্যবতীকে (মৎস্যগন্ধাকে) বিবাহ করিতে মনন করিয়া, তাঁহার (মৎস্যগন্ধার) পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার পিতা একেবারে অস্বীকার করেন, পরে ভীষ্মদেবের অনুরোধে নিজকন্যা সত্যবতীকে (মৎস্যগন্ধাকে) মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা শান্তনু ক্ষত্রিয়—সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা)

(৩২) ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ঝাল-মাল বান্ধব, ১ম বর্ষ ৫।৬।৭ সংখ্যায় "বঙ্গে ক্ষত্রিয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ধীবর কন্যা ; যদি মৎস্য মারণে জাতিনষ্ট হইত বা রজঃগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে মৎস্য মারণ প্রচলন না থাকিত, তবে মৎস্য জীবির কন্যাকে মহারাজ শান্তনু কখনই নিজ মহিষী করিতে পারিতেন না। ইহাতে প্রমাণ হয়, সত্যবতীর পিতা জাতিতে ধীবর না হইয়া হয়তঃ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, তাঁহার হয়তঃ ধীবরের ব্যবসা মৎস্য মারণ প্রভৃতি ছিল। সত্যবতীর পিতা ক্ষত্রিয় না হইলে, একজন মহান্ রাজা কখনই এরূপ দার গ্রহণে সমর্থ হইতেন না। আর যদি সত্যবতীর পিতা ক্ষত্রিয় না হইয়া অন্য নীচ জাতি হইত, তবে নিশ্চয়ই রাজাকে জাত্যন্তরিত হইতে হইত ; এবং তাঁহার পুত্রাদিও ক্ষত্রিয় না হইয়া, অন্য উপজাতিতে পরিণত হইত। এবং মৎস্য কর্ত্তন করিয়াই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কার্য্যও সম্পন্ন হয়। যথা—

“ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য যেইজন করিবে ছেদন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিণীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখে করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন॥

সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্য চক্ষু ভেদিলেন অর্জ্জুনের শর॥” ইত্যাদি॥
কাশীরাম দাস বিরচিত,
(মহাভারত আদিপর্ব্ব)

হয়তঃ অনেকেই বলিতে পারেন যে, “দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে সুবর্ণ নির্ম্মিত মৎস্যই কর্ত্তন করা হইয়াছিল; ইহা আর জলচর জীবিত মৎস্য নহে।” কিন্তু, জলচর জীবিত মৎস্য না হইয়া, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য হইলেও—ক্ষত্রিয় সমাজে মৎস্য হনন (মারণ, কাটন) না থাকিলে, বিশাল ক্ষত্রিয় সভায়—বেদজ্ঞ নীতি বিশারদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী সম্মুখে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যনুসারে, ব্রাহ্মণ বেশধারী অর্জ্জুন কখনই মৎস্য-চ্ছেদন কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেননা,—কারণ, ন্যায়পরায়ণ হিন্দু কি কখনও গো-মূর্ত্তি চ্ছেদনে সমর্থ হয়?—ইহাতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, মৎস্য-চ্ছেদন কার্য্য সুধু ক্ষত্রিয় সমাজে কেন, ব্রাহ্মণ-সমাজেও প্রচলন ছিল; নতুবা ব্রাহ্মণ-সভায় ব্রাহ্মণ-বেশধারী অর্জ্জুন মৎস্য-চ্ছেদন কার্য্য কখনই করিতে পারিতেন না। আর বিশেষতঃ দ্রুপদ রাজারও কুল-প্রথানুসারেই হয়তঃ মৎস্য মূর্ত্তি সৃজিত হইয়াছিল। (বিবাহাদি উৎসব কর্ম্মে, এখনও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্বস্ব কুল-প্রথা অনুযায়ী নানাপ্রকার কৌলিক কর্ম্ম সমাধা হইয়া থাকে)। এইসব

জানিয়া শুনিয়া ও দেখিয়া এবং "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়—" বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই বঙ্গাগত ক্ষত্রিয়গণ (ঝল্ল-মল্ল বা ঝাল-মাল সম্প্রদায়) মৎস্য মারণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিজ বংশীদাস ও নারায়ণ দেব-কৃত "পদ্মাপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালী" নামক পুস্তকে চান্দ (চাঁদ) সদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষে লিখিত আছে যে,——

"মৎস্যের শুড়ি খান খান, তৌল ধরি কামান,
বদলেতে দিবা হে চন্দন।
অগুরু চন্দন মূল, শুড়ি মৎস্য সমতুল,
হেলায়ে হারাইল সব ধন॥
তোমার ঐ সব ধন, কিছু নাহি প্রয়োজন,
খাইতে না পার একরতি।
রাজ্যে বহু ডাকাচুরি, এসব প্রাণের বৈরি,
পুড়িয়া মারয়ে দুষ্টজ্ঞাতি॥
নারিকেল খাইয়া রঙ্গ, ভাঙ্গের লাগে তরঙ্গ,
মণি মাণিক্য কেবা গণে।
মতিমুক্তা হারাপান্না, তারে খায় কোন্ জনা,
শুড়ি মৎস্য দেখ কতগুণে॥
এমতে বদল করি, চলে চান্দ অধিকারী,
আজি আমি না বুঝি সদায়।"

ইত্যাদি।

উক্ত পুস্তকে চান্দ সদাগর ভরদ্বাজ গোত্র এবং গন্ধবণিক কুলোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ আছে,—অতএব ইহাতে জানা যায় যে, চান্দ সদাগর জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, এবং তিনি বৈশ্যের স্বধর্ম্ম বাণিজ্য ব্যবসায়ই করিতেন। অতএব, ইহার মর্ম্মার্থে বুঝাযায়, বৈশ্যজাতির মধ্যেও (তৃতীয় বর্ণ-দ্বিজগণের মধ্যেও) মৎস্যের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল (৩৩)।

---

(৩৩) অল্প বিদ্যা বুদ্ধি বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তিই বর্ণনার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অথবা সমুদায় বিষয় না দেখিয়া বা না জানিয়া তিলে তাল ভাবিয়া বসে। উক্ত বিষহরির পাঁচালীর বর্ণিত, কৈবর্ত্ত জাতীয় ঝালু ও মালু নামে দুইভাইকে কেহ কেহ ঝাল-মাল জাতি বলিয়া—আর কেহ কেহ ঝাল-মাল (ঝল্ল-মল্ল) উপাধি বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে কৈবর্ত্ত বলিয়া নির্ণয় করে; এ সম্বন্ধে উক্ত পাঁচালীতে যাহা লিখিত আছে—তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল যথা –

"ঝালু মালু দুইভাই হেন সময়েতে।
নায়ে থাকি জাল বায় নদীর জলেতে॥

এবং তারপর পদ্মাদেবীর (বিষহরি, মনসা) নিকট পরিচয় দিবার সময় ঝালু বা মালু যাহা বলিয়াছে তাহা এই,

"জাতিয়ে কৈবর্ত্ত আমি হই অন্নজন।
মোর ভাগ্যে মাতা তব হৈল দরশন॥" ইত্যাদি।

এতদ্‌সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর সত্যের অনুরোধে গোরহয় ইহাও বলা অন্যায় হইবে না যে, উক্ত

পূর্ব্বেই প্রমাণাদি সহ উল্লেখ করা হইয়াছে যে,—“ব্যবসায় জাতি নষ্ট হয় না।” এবং মৎস্যও সর্ব্ববর্ণেরই ভক্ষণীয়; তবে যখন ভক্ষণীয়—তখন হননীয়। বর্ত্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়, হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ হোটেলে রান্না (রন্ধন) করিয়া পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। রেলগাড়ি বা জাহাজ হইতে নামিলেই তন্নিকটবর্ত্তী হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণ মহোদয় দৌড়ে এসে বলে, “আমার হোটেলে চলুন, ডাল মাছ সকলই পাবেন। যদি ডাল ভাত খান, তবে বার পয়সা,—আর মাচ ভাত খেলে (খাইলে) চারি আনা।”—এই সব মহাশয়গণ কি মৎস্য বিক্রয়ী নয়? আর সম্ভবতঃ হোটেল ওয়ালা ব্রাহ্মণগণ অন্ন, মৎস্য, তৈল, লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াই, অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা বিশুদ্ধ বিবেচনায়—“বিশুদ্ধ”

ঝালু ও মালু দুইভাই জাতিতে কৈবর্ত্ত হইলেও পদ্মা বা বিষহরি (মনসা) পূজার সময় ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই আবাহনীয়। পাঁচালীতেই বর্ণিত আছে,—

“লয়ে বেহুলা লখাই আর পাত্র নেতাই,
ঝালু মালু দুই সহোদর।
পঞ্চপাত্র সঙ্গে করি, ঘটে নাম বিষহরি,
এই ঘটে দেহ পদ্মা ভর॥” ইত্যাদি

ব্রাহ্মণের হোটেল” বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে যথা-স্থানে বিজ্ঞাপনী করেন (৩৪); ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

আবার পুষ্করিণী বিক্রয় সকল দেশেই ও সকল জাতিই করিয়া থাকেন; কিন্তু, পুষ্করিণীর নাম দিয়া মৎস্য ভিন্ন কেহই পুষ্করিণীর যায়গা বা জল বিক্রয় করে না। দেখিতে গেলে সকলেই (সকল জাতিই) এইরূপ প্রকারান্তরে মৎস্য বিক্রয়-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এবং বড়শী বা জালদ্বারা মাছ ধরিতেও প্রায় কেহই (কোন জাতিই) ত্রুটী করেন না—করিলেও মুষ্টিমেয়। ইহা সর্ব্ববিদিত।

মৎস্যভোজী ও মৎস্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে, কলিকাতা “বসুমতী” আফিস হইতে, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত “মৎস্যের চাষ” নামক পুস্তকে যাহা উল্লিখিত আছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তাহা হইতে অতি সংক্ষেপে এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। “প্রথম প্রবাহ—মৎস্য-তত্ত্বে” লিখিত আছে—

“জগতীতলে মানব জাতির মধ্যে অধিকাংশই মৎস্য ভোজী। বস্তুতঃ মৎস্য একটী উপাদেয় খাদ্য মধ্যে গণনীয়। অস্মদ্দেশে কোন উৎসব বা সমারোহ উপলক্ষে মৎস্যঘটিত

(৩৪) ইহাতে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ শ্রেণী, তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়। যথা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, শর্ম্মা ব্রাহ্মণ (শুদ্ধ ব্রাহ্মণ), এবং বর্ণশর্ম্মা ব্রাহ্মণ। ইহার সম্যক্ বিবরণ “ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ঝাল-মাল বান্ধব” ১ম বর্ষ ৫।৬।৭ সংখ্যায় “প্রভেদ না অভেদ” নামক প্রবন্ধ দেখুন।

ব্যঞ্জনাদির যেরূপ আদর দৃষ্ট হয়, অন্য কোন দ্রব্যেই সেরূপ দেখা যায় না। অধিক কি, মৎস্যহীন ভোজন যেন ভোজনের মধ্যেই গণনীয় নহে।” চতুর্থ প্রবাহে লিখিত আছে – “ব্যবসায় মাত্রই অর্থ সাপেক্ষ, অর্থ ব্যতিরেকে কোন ব্যবসায়ই হইতে পারে না। আবার সামান্য মূলধন লইয়া কোন গুরুতর ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করাও নিতান্ত অন্যায়। আজ-কাল আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপযুক্ত চাকরী না পাইয়াই হউক, কিংবা ব্যবসায়ে সম্মান, সুখ, অর্থবৃদ্ধি, আপনার মঙ্গল প্রভৃতি দায়াত্ব বুঝিয়াই হউক, নানা প্রকার ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না; বরং কেহ কেহ মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া নানা প্রকার ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পরিতেছেন। এইরূপ লোকসান হওয়াতে আমাদিগের পক্ষে একটী প্রধান অমঙ্গল হইতেছে। অধুনা দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, এই সময়ে যদি কেহ কোন ব্যবসায় করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমরা আদর্শ বলিয়া মনে করি, এবং এই আদর্শের প্রতি অনেকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার পথানুসরণ করিতে পারেন। কিন্তু সেই আদর্শ যদি মন্দ হয়, তবে যাঁহাদিগের মনে ব্যব-সায়ের মঙ্গলভাব একটুও প্রস্ফুরিত হইয়াছে, তাঁহারা আদর্শের পতন দেখিয়া যে হতাশ্বাস হইয়া পশ্চাৎপদ

হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আর ব্যবসায়কে যাঁহারা নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া মনে করেন ও ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি দেখান, তাঁহারা এইরূপ পতন দেখিয়া যে তাঁহাদিগের যুক্তির মূল আরও দৃঢ় করিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন ও ব্যবসায়ের প্রতি দ্বিগুণ ঘৃণা প্রকাশ করিবেন, তাহা একরকম স্থির নিশ্চয়। আজকাল আমাদিগের যেরূপ অবস্থা ও চাকুরীগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছি, এই সময়ে কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে স্থিরপ্রতিজ্ঞা কষ্টসহিষ্ণুতা, হীনতা স্বীকার, দূর-দর্শন, গাম্ভীর্য্যতা প্রভৃতি গুণগুলি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ মূলধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, আমাদিগকে এখন কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হইলে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে।

বহুকাল হইতে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের বহুকালাভ্যস্থ রীতি পরিত্যাগ করিয়া, সহসা কোন নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতে হইলে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে বিস্তর গোলযোগে পড়িতে হয়। কারণ, বাল্যকাল হইতেই আমরা পিতৃপুরুষ ও আত্মীয়বর্গের নিকট চাকরীর কথা শুনিয়া আসিতেছি। কোন্ভাবে দরখাস্তখানি লিখিলে চাক্‌রী পাওয়ার সম্ভাবনা,—

কিংবা কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতে হয়, চাকরীর এই সকল আনুসঙ্গিক কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি আমাদিগের একরকম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন আমাদিগের প্রকৃতিও একমাত্র দাসত্বের উপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি, আমাদিগের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দাসত্বের জন্য সৃষ্ট বা দাসত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ধারণা এই যে, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া শুধু যেন চাকরীই করিতে হইবে। বোধ হয়, অনেকেই বিদিত আছেন, মাতা যখন স্বীয় শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সোহাগ করিতে থাকেন, তখনও তিনি "তুমি বাবা বড় চাকরী করিয়া রাজা হইবে," এই সকল কথা বলিয়া পরিতৃপ্তা হন। ছেলেদিগকে লেখা-পড়ায় অমনোযোগী হইতে দেখিলে পিতা মাতা ভবিষ্যতের চাকরীর দোহাই দিয়া ভয় দেখাইয়া থাকেন। তাই বলি, দাসত্বের ভাব যেন আমাদিগের হাড়ে হাড়ে জড়িত। এমত অবস্থায় স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে পদে পদে বিপদে পড়িতে হইবে, অর্থাৎ আমাদিগের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে, এই কথা বোধহয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব আমাদিগকে এইক্ষণে এইরূপ-ভাবে কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে যে, তাহা

আমাদিগের বর্ত্তমান প্রকৃতির উপযোগী হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে আমাদিগকে অভ্যাসের অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিতে না হয় ; এবং অতিরিক্ত মূলধনের আবশ্যক না করে। কারণ, আজকাল আমরা এতদূর দুর্ব্বল ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি যে, সামান্য পরিশ্রম স্বীকার ও যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলেও আমরা তাহা করিয়া উঠিতে পারি না। এমত অবস্থায়, আপাততঃ বড় বড় কারবারের অভিলাষ না করিয়া অবস্থানুযায়ী কোন ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করাই যুক্তি সঙ্গত। তাহা হইলে আমরা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব, এবং কালে "ব্যবসায়" এই কথাটী শুনিলেও আমাদিগের হৃদকম্প উপস্থিত হইবে না।

ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রকৃতি একরকম চাকরীর অনুগত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র লক্ষ্য সেই দাসত্বই বা কোথায় ? আজকাল চাকরীর বাজার এতদূর চড়িয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধি গ্রহণ করিয়াও হঠাৎ চাক্‌রী পাওয়া যায় না। বিনা বেতনে আপন খোরাকে দুই তিন বৎসর কোন আফিসে কি হাউসে শিক্ষানবিশী না করিলে চাক্‌রী হইয়া উঠা দুষ্কর, শিক্ষিত বাবুদিগের মধ্যে সকলেই যে, চাক্‌রী পাইবেন এ আশা মনে করাও বিড়ম্বনা

মাত্র। আমরা দিন দিন চক্ষের উপর দেখিতেছি, অনেকেই চাকুরী পাইতেছেন না, চাকুরী ভিন্ন যাঁহারা ওকালতী কিংবা চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের যে কি দুর্দ্দশা, তাহাও আমাদিগের দেখিতে কি জানিতে বাকি নাই। অতএব আমরা বিবেচনা করি, অনর্থক ওমেদারীতে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া শিক্ষিত দলের মধ্যে কেহ কেহ যদি ঐ টাকাদ্বারা স্ব স্ব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কোন স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে উচ্চশিক্ষার গৌরব বজায় রাখিয়া আপনার ও দেশের মঙ্গল করিতে পারিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বাধীনভাবে থাকিয়া সুখ-সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি। অথচ আমা-দিগকে ব্যবসায়ের খাতিরে অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে কিংবা বেশী মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে ও পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়। আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের প্রকৃতির এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সামান্য সামান্য শিল্প ও কৃষি, মৎস্যের চাষ কি ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় তত উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বড় বড় কল কারখানার অনুষ্ঠান, বহির্বাণিজ্যাদির জন্য জাহাজ চালান, অথবা

নীলেরকুঠী, রেসমেরকুঠী চারবাগান প্রভৃতির সংস্থাপন করিতে হইলে এককালীন বিস্তর মূলধনের এবং তদুপযোগী বুদ্ধি, বিবেচনা ও পরিশ্রমের আবশ্যক। এস্থলে বলাবাহুল্য যে, আমাদিগের প্রকৃতি এখনও এমন উন্নত হয় নাই যে, আমরা দশজনে মিলিয়া মূলধন সংগ্রহ করতঃ উল্লিখিত কোনরূপ বড় বড় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব। এই জন্যই আমরা বলি, সামান্য সামান্য শিল্প ও কৃষিকার্য্য কিংবা মৎস্যের চাষ ও ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করাই আমাদিগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। দেশীয় কৃষক, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ধীবর প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ, যাহারা সমাজের মেরু-দণ্ডস্বরূপ, তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া, তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

অপর একস্থানে লিখিয়াছেন—"যে মৎস্যের ব্যবসায়কে আমরা "ছোটলোকের" ব্যবসায় ও যৎসামান্য বলিয়া মনে করি, অন্যান্য প্রদেশে তাহা কতদূর বিস্তৃত। তাই আবার বলি, আপাততঃ উচ্চ আশা কি উচ্চ কল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আসুন, যাঁহার যে মূলধন থাকে, তাহা লইয়া স্ব স্ব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কৃষি, শিল্প, মৎস্যের চাষ প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করি, স্বয়ং লক্ষ্মী আমাদিগের সহায়তা করিবেন, এবং কালে উন্নতি লাভ করিয়া বড় বড় ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করত "বাণিজ্যে

বসতে লক্ষ্মীঃ” এই মহাবাক্য পুনরায় জগতে ঘোষণা করিতে পারিব।” এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন—

“উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, বর্ত্তমান সমাজের পরিবর্ত্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, এবং এই ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সকলেরই ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হওয়া উচিত। আমাদের দেশের ব্যবস্থা এই,—মৎস্যটা খাওয়া যেন দোষের নয়, মৎস্য ধরাটাই দোষের; মাংস খাওয়াটা যেন দোষের নয়, পশু সংহার করাটাই যেন দোষের; তাই এই সকল কার্য্য যাহারা করে, তাহারা নীচশ্রেণীস্থ হইয়া আছে। কিন্তু এ প্রভেদ ক্রমে অদৃশ্য হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের সন্তানও আর বস্ত্র-বয়নে পশ্চাৎপদ নহেন। ব্যবসায়ের মহত্ব নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে হেয় বা অবমাননার কিছুই নাই, তাহা সকলেরই আদরের ও সম্মানের বস্তু। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণেরই যে ব্যবসায়ে অধিকার আছে, তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আর জাতিপাত বা সামাজিক অবনতির কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ পরের দাসত্ব না করিয়া, পরাধীন বৃত্তিতে আপনার স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব না হারাইয়া, আপন যত্নে আপন চেষ্টায় ব্যবসায়বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনী মানী হওয়া সর্ব্ববিধায়ে শ্রেয়ঃ।”

এখন বোধহয়, সুবিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি ঝাল-মালগণের মৎস্যের ব্যবসায়কে হীন বা নীচ ব্যবসা মনে করিবেন না। আর **সর্ব্বসাধারণ** সকলেই অবশ্য ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রজঃগুণ প্রধান দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি ঝাল-মালগণের ইহা স্বধর্ম্ম নিয়ত ব্যবসা।